—প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮, (১০৫) রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—
সত্য চক্রবর্ত্তি

—ছেপেছেন—
কে, সি, ধর,
"ধর প্রিন্টিং ওয়াকস্"
৩৭৯নং রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৫

রঙ্ মহলে
প্রথমারম্ভ
১৩ই জুলাই, ১৯৩৮

দাম ২;০০ টাকা

মুখবন্ধ

কারখানা-ম্যানেজারের ছেলে অলোক—যেমন অভদ্র, তেমনি নিষ্ঠুর। তার অত্যাচারে পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই অতিষ্ঠ। কিন্তু ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। নালিশ পর্য্যন্ত জানায় না। কারখানার এক কেরাণীর ছেলে শেখর কিন্তু গর্জ্জে ওঠে। ম্যানেজারের কাছে প্রতিবাদ জানায়, প্রতিকার দাবী করে। তুর্নীতিপরায়ণ ম্যানেজার শেখরকে দারোয়ান দিয়ে বার করে দেয়। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। একদিকে ধনগর্ব্বী ম্যানেজার, অন্যদিকে সংগ্রামী শেখর। কুচক্রী ম্যানেজার দারোগার সঙ্গে যোগসাজসে শেখরকে জেলে পাঠায়। ভাবে শেখর এবার জব্দ হল।

শেখর একদিন ফিরে আসে। দেখে প্রতিহিংসাপরায়ণ ম্যানেজার তার বাবার চাকরি খেয়ে নিয়েছে। সংসার অচল। শেখর প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঘুষখোর মাতাল অত্যাচারী ম্যানেজারকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। উঁচুতলার মানুষের অহঙ্কার সে প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে। তারপর? ম্যানেজার কি অহংকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল? অলোকের অত্যাচার কি শেষ হয়েছিল?

পরিচয়

মিঃ মজুমদার	...	...	ফ্যাক্টরির ম্যানেজার।
অলোক	...	...	ঐ একমাত্র পুত্র।
শশধর	...	...	ঐ ভ্রাতা।
বিরিঞ্চি	...	...	ঐ ভৃত্য।
রামশরণ	...	...	ঐ দারোয়ান।
শুভময়	...	...	ফ্যাক্টরির কেরাণী।
শেখর	...	...	শুভময়ের বড় ছেলে
সন্তোষ	...	...	ঐ ছোট ছেলে।
গুরুদাস	...	...	শিক্ষক।
নেপাল	...	...	শুভময়ের সহকর্ম্মী।
শেঠজী	...	...	কণ্ট্রাক্টার।

ওরা জাগছে

—:০(*)০:—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[শুভময়ের বাড়ী। বাইরের ঘর। ঘরের চেহারা দেখলে বোঝা যায়, শুভময়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ। চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন। সে চিহ্ন পোষাক পরিচ্ছদেও রয়েছে। শুভময় চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে আছে। মাঝে মাঝে কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মনে হয় কে যেন ছাত্র পড়াচ্ছে। একটু পরেই মাষ্টারমশাইকে দেখা যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন গুরুদাস। শান্ত চেহারা। শুভময়ের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

গুরুদাস। শুভময়বাবু,—

শুভময়। পড়ানো হল?

গুরুদাস। হ্যাঁ।

শুভময়। যেটুকু সময় থাকেন, সেইটুকুই পড়ে, সারাদিনে আর ত পড়তে দেখি না।

গুরুদাস। ভয় পাচ্ছেন? সন্তোষ পাশ ঠিকই করবে।

শুভময়। করলেই ভাল।

গুরুদাস। আচ্ছা শুভময়বাবু, আপনাকে দেখি সব সময়ই চিন্তা করেন। কি ব্যাপার বলুন ত?

শুভময়। সংসারের চিন্তা মাষ্টারমশাই! আমার অবস্থা ত জানেন! যা পাই, তাতে সংসারের রথ চলে না। অভাব যেন অক্টোপাশের মত গ্রাস করতে আসে। চিন্তায় ঘুম হয় না।

গুরুদাস। অভাব কোন্ সংসারে নেই? অনটনে কে ভুগছে না? অনর্থক চিন্তা করে কি লাভ?

শুভময়। চিন্তা যে ছাড়ে না। কাবুলিওয়ালার কাছে ধার আছে, সে রাস্তায় পেলেই হুমকি দেয়। মুদীর দোকানে ধার আছে, সে কথা শোনায়—তবে মাল দেয়। এই যে গতমাসে আপনার মাইনে দিতে পারিনি, এ যে কি লজ্জা!

গুরুদাস। ওর জন্যে লজ্জা করবেন না।

শুভময়। তবু ত দয়া করে কম নেন। সায়েবের ছেলেকে পড়ান, মাসে একশো টাকা পান আর আমার ছেলেকে পড়ান মাত্র তিরিশ টাকায়। তাও সময় মত দিতে পারি না।

গুরুদাস। [হাসতে হাসতে] বেশ ত, শেখর চাকরি বাকরি করুক, তখন না হয় সুদে আসলে পুষিয়ে দেবেন। আচ্ছা, শেখর ত এবার বি-এস-সি অনার্স দিচ্ছে, না?

শুভময়। হ্যাঁ।

গুরুদাস। পরীক্ষা ত হয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না কেন?

শুভময়। ইনটারভিউ দিয়ে আসবে।

গুরুদাস। এখন তাহলে মামার বাড়িতেই আছে?

শুভময়। হ্যাঁ। আমার অবস্থা দেখে শেখরের মামা ওকে নিয়ে যায়। আমি নামেই বাবা। বাবার কোন কর্ত্তব্য করতে পারি না।

গুরুদাস। দুঃখ করবেন না। আপনার ছেলেরা পড়াশোনায় ভাল, স্বভাব-চরিত্রেও ভাল, তার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন।

শুভময়। করি মাষ্টারমশাই। তবে এই ভেবে দুঃখও পাই যে,

ওরা যদি আমার ঘরে না আসত, তাহলে হয়ত অনেক বড় হতে পারত। হয়ত বড় ইঞ্জিনিয়ার, হয়ত বড় ডাক্তার, হয়ত ব্যারিষ্টার— বিধিলিপি কি কোনদিন খণ্ডাবে না মাষ্টারমশাই?

গুরুদাস। এ প্রশ্ন শুধু আপনার নয়, এ প্রশ্ন আজ অনেকের; কিন্তু উত্তর জানা নেই।

শুভময়। দেখেছেন মাষ্টারমশাই, আবেগে কি সব বলে ফেললুম।

[সুটকেশ হাতে শেখর আসে।]

গুরুদাস। আরে, শেখর যে!

শেখর। [সুটকেশ রেখে গুরুদাসকে প্রণাম করে] ভাল আছেন মাষ্টারমশাই?

গুরুদাস। হ্যাঁ বাবা!

[শেখর বাবাকে প্রণাম করে]

শুভময়। কেমন আছিস?

শেখর। আমার কথা থাক, তুমি এত শুকিয়ে যাচ্ছ কেন বাবা?

শুভময়। কোথায় শুকিয়েছি? সন্তোষ, এই সন্তোষ।

[সন্তোষ আসে। বছর বারো বয়েস।]

সন্তোষ। দাদা!

[দৌড়ে গিয়ে শেখরের হাত ধরে।]

শেখর। কেমন আছিস?

সন্তোষ। ভালই।

শেখর। পড়াশোনা কচ্ছিস ত?

সন্তোষ। হ্যাঁ।

শুভময়। যা পড়ে, তাতে হাত-পা না ভাঙে।

সন্তোষ। সারাদিনই কি পড়ব? তবে খেলব কখন?

গুরুদাস। পড়তেও হবে, খেলতেও হবে।

সন্তোষ। বাবাকে বলুন না মাষ্টারমশাই, বাবা শুধু বলবে—পড়তে বস, পড়তে বস। পড়া হয়ে গেলেও কি বই নিয়ে বসে থাকব?

গুরুদাস। কক্ষণো নয়। পড়া হয়ে গেলেই খেলতে যাবে।

সন্তোষ। তাহলে যাই।

[বাইরে চলে যায়]

গুরুদাস। পরীক্ষা কেমন দিলে?

শেখর। ভাল।

গুরুদাস। পাশ করে চাকরি বাকরি কর, বাবার কষ্টের লাঘব হোক।

শেখর। চাকরি একটা পাব বলে আশা কচ্ছি।

গুরুদাস। নিশ্চয়ই পাবে। তোমার বাবার অনেক আশা। সে আশা তুমি পূর্ণ কর শেখর।

শেখর। এ কথা কেন বলছেন?

গুরুদাস। এমনিই বললাম। অনেক দেখেছি, অতি আশা বড় একটা পূর্ণ হয় না। যাক, ওসব বুড়োদের কুসংস্কার। তুমি কিছু মনে করো না বাবা।

[চলে যায়।]

শুভময়। রেজাল্ট কবে আউট হচ্ছে?

শেখর। জুলাইয়ের মাঝামাঝি।

শুভময়। কেমন হবে ভাবছিস?

শেখর। হাই সেকেণ্ড ক্লাশ পাব।

শুভময়। সায়েবকে সেই কথাই বলব।

শেখর। মানে, তোমাদের ম্যানেজার মিঃ বোসকে?

শুভময়। না। মিঃ মজুমদার। ভরসা দিয়েছেন, তোর জন্যে চেষ্টা করবেন। যাবি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে?

শেখর। কেন?

শুভময়। চাকরি পেতে হলে দেখাশোনা করতে হয়।

শেখর। দেখাশোনা মানে ত পায়ে ধরা?

শুভময়। যদি তা-ই হয়?

শেখর। পারব না।

শুভময়। এতে দোষের কিছু নেই।

শেখর। না বাবা, নিজেকে আমি ছোট করতে পারব না।

শুভময়। তোকে কিছু করতে হবে না। শুধু একবার যাবি।

শেখর। কেন অস্থির হচ্ছো? চাকরি আমি পাবই, কাউকে তোষামোদও করব না, ঘুষও দেব না।

শুভময়। শেখর! আমার অক্ষমতার জন্যে তোরা দুঃখ পেয়েছিস, সে যে কি লজ্জা!

শেখর। থাক বাবা!

শুভময়। এই যে তোকে চাকরি করতে বলছি—বলতে আমারই কি ভাল লাগে? তোর মনে যে দুঃখ তা কি আমি বুঝি না? বুঝি, সবই বুঝি। কি করব বল্? আমি অক্ষম বাপ। বুঝেও কিছু করতে পাচ্ছি না।

শেখর। না বাবা, আমার কোন অভিমান নেই। শুধু মনে হয় আমার চেয়ে যারা গবেট, তারা বাবার চাকরির জোরে বা মামার খুঁটির জোরে উঁচুতে উঠে যাবে, হয়ত তাদের কারো কাছেই "স্যার"

বলে দাঁড়াতে হবে—তখন বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা,—মনে হয়—

শুভময়। [ভয় পেয়ে যায়] থাক শেখর, ওসব কথা থাক।

[নেপাল আসে।]

নেপাল। শুভময় আছো নাকি?

শুভময়। আছি।

নেপাল। ভালো আছ?

শুভময়। হ্যাঁ।

নেপাল। কাল অফিসে যাচ্ছ?

শুভময়। যাব।

নেপাল। সেটাই জানতে এলাম। নিজের কাজই করে উঠতে পারি না, তার ওপর আবার—আরে, ও কে? তোমার বড় ছেলে না?

শুভময়। হ্যাঁ।

নেপাল। কি যেন নাম, শিবরাম না ঘেঁটুরাম?

শুভময়। শেখর।

নেপাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শেখর। নামটাও মনে থাকে না। আর থাকবেই বা কি করে? বারোমাস ত এখানে থাকে না। পড়ে থাকে কিনা মেসোর বাড়ী।

শেখর। মামার বাড়ী।

নেপাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মামার বাড়ী। শুভময়ের যেমন আক্কেল, নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে কিনা মামার বাড়ী।

শুভময়। আর কোন উপায় ছিল না নেপাল।

নেপাল। আরে রাখো, এই যে আমার সাতটা ছেলে ঝণ্টু,

মণ্টু, ঘণ্টু, ফণ্টু বাকিগুলোর ত নামও মনে নেই, ওদের কি আমি মামার বাড়ী পাঠিয়েছি, না মেসোর বাড়ী দিয়ে এসেছি?

শুভময়। পাঠাও নি ঠিকই। তবে একজনও ত স্কুলের মুখ দেখে নি।

নেপাল। সময় হলেই দেখবে। তাবলে কি মুখ্যু হয়ে আছে? এই যে রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে পড়ে নি, তাবলে—

শুভময়। থাক নেপাল। যা বলতে হয় আমাকে বল, রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দাও।

শেখর। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

নেপাল। আরে, দাঁড়াও—দাঁড়াও!

শেখর। কিছু বলবেন?

নেপাল। তুমি ত কলেজে পড়, না?

শেখর। পড়তাম। এবার বি-এস-সি অনার্স দিয়েছি।

নেপাল। য়ঁ্যা! বল কি! এর মধ্যেই বি-এস-সি? তা পরীক্ষা কেমন দিলে? পাশ-টাশ করবে ত?

শেখর। নিশ্চয়ই করব।

নেপাল। পাশও করবে। [হতাশ হয়]

শুভময়। খুশী হলে ত?

নেপাল। হব না? কি যে বল? এর চেয়ে আনন্দ সংবাদ আর কি হতে পারে? জান, আমি ওর পরীক্ষার জন্যে ঠাকুরের কাছে সিন্নি দিয়েছি।

শুভময়। ~~বল কি~~!

নেপাল। হ্যাঁ বাবা শেখর, আজকাল ত কলেজে কলেজে শুধু রাজনীতি আর মারামারি,—তুমি ওসব কর না ত বাবা?

শেখর। সময় পাই নি।

নেপাল। এখন ত প্রচুর সময়, এখন আবার শুরু করো না যেন।

শুভময়। কি বলছ তুমি?

নেপাল। আরে, তুমি কিছু বোঝ না, কলেজে পড়া ছেলেদের বিশ্বাস নেই। যেখানে যাবে, সেখানেই ঝামেলা পাকাবে।

শুভময়। শেখরকে তুমি চেনো না নেপাল।

নেপাল। আরে, চিনি বলেই ত সাবধান করে দিচ্ছি। লক্ষ্মী-ছেলের মত খাও দাও সিনেমা দেখ ঘুরে ফিরে বেড়াও—ভুলেও যেন রাজনীতি করতে যেও না বাবা। তাহলে তুমিও যাবে, তোমার বাবাও মরবে। কারণ আমাদের নতুন সায়েব যেমন কড়া, তেমনি রাগী। তার এস্টেটের মধ্যে কোন বেয়াদবি চলবে না।

শুভময়। এবার থাম।

নেপাল। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। ছেলেটা কদ্দিন পরে এলো দুটো কথাবার্তা বলি।

শুভময়। অনেক বলেছ, এবার থাম। আমি শুরু করি।

নেপাল। তুমি আবার কি বলবে? আর তোমার কথা শুনছেই বা কে? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের সায়েব, বুঝেছো বাবা শেখর! নেপালবাবু বলতে অজ্ঞান।

শুভময়। এবার যদি না থাম, আমিই অজ্ঞান হয়ে যাব।

নেপাল। তুমি বড় ছোটলোক, মানুষকে কথা বলতে দাও না। চলি হে শেখর। ভয় নেই বাবা, আমি আবার আসব।

[চলে যায়।]

শুভময়। অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম! অফিসে জ্বালাবে, রাস্তায় পোড়াবে, আবার ঘরে এসেও হানা দেবে!

শেখর। বাবা! আসবার পথে দেখলাম, সারি সারি বাড়ী। ওগুলো—

শুভময়। আমাদের কোয়ার্টার।

শেখর। এতদিনে তাহলে কোয়ার্টার হল!

শুভময়। পাব কিনা জানি না। টেম্পোরারি স্টাফ ত!

[সন্তোষ আসে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। রক্তে জামা ভিজে লাল হয়ে গেছে। গাল বেয়ে তখনও ছু এক ফোঁটা রক্ত পড়ছিল। সন্তোষ হাত দিয়ে মাথাটা চেপে আছে।]

সন্তোষ। বাবা!

শেখর। একি রে!

[শেখর ও শুভময় সন্তোষের কাছে এগিয়ে যায়। শেখর সন্তোষের মাথা দেখে।]

শেখর। ইস্, এযে অনেকটা কেটে গেছে। সেলাই করতে হবে।

সন্তোষ। বড় যন্ত্রণা!

শেখর। দেখি দেখি, দেখতে দে।

[পকেট থেকে রুমাল বার করে বেঁধে দেয়]

শুভময়। হবে না? এত চঞ্চল হলে হবে না?

শেখর। কি করে ফাটল রে?

সন্তোষ। অলোক দা ইঁট মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।

শেখর। ফাটিয়ে দিয়েছে!

শুভময়। ওর অত্যাচারে পাড়ার ছেলেরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।

শেখর। কে অলোক?

সন্তোষ। ম্যানেজারের ছেলে।

শুভময়। বছর আঠারো বয়স!

শেখর। কি করেছিলি তুই?

সন্তোষ। বল খেলছিলাম, অলোক দা এসে মাঝখানে দাঁড়াল। কিছুতেই সরে না। আমি তখন রেগে-মেগে বললাম—আমরা ছোটরা খেলছি, আপনি এখানে এসেছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে অলোক দা লে—বড় তেল হয়েছে না? দাঁড়া বলেই একটা ইঁট তুলে মাথায় ছুঁড়ে দিলে।

শেখর। সেকি! ছেলেটার কি মাথা খারাপ?

শুভময়। মোটেই না। বখাটে ছেলে। বছরের পর বছর ফেল করে, কথায় কথায় বোমার ভয় দেখায়, আর মস্তানি করে বেড়ায়। পাড়ার ছেলেরা ত ওর ভয়েই অজ্ঞান।

সন্তোষ। একজনের ত হাত ভেঙে দিয়েছিল, সাতমাস হাস-পাতালে পড়ে ছিল। আর একজনকে ত জন্মের মত কানা করে দিয়েছে। আবার বলে কি জানো? বলে, আমি ম্যানেজারের ছেলে,—কাউকে ভয় করি না। যা খুসী তাই করব। দরকার হলে হাতে মাথা নেব।

শুভময়। বখে গেছে।

শেখর। এত অত্যাচার করে, তোমরা কিছু বলো না?

শুভময়। যে বলতে যাবে তাকেই অপমান করবে। এই ত সেদিন অভয়ের মা ছেলেকে মেরেছে বলে ওকে বলছিল, ভদ্রমহিলাকে ত যা তা বলে গালাগালি দিলে।

শেখর। আর তোমরা মুখ বুজে চলে এলে?

শুভময়। উপায় কি?

শেখর। ম্যানেজারকে বল নি কেন?

শুভময়। বলেছিল,—বল্লে ছেলেমানুষ!

শেখর। ~~আঠারো বছরের~~ ছেলেমানুষ?

শুভময়। সে কথা বলা যায় না।

শেখর। কেন? ম্যানেজারের ছেলে বলে যা খুসী করবে, আর তাই মুখ বুজে সহ্য করতে হবে?

শুভময়। মাথা গরম করলে কি চলে? চাকরি ত করতে হয়।

শেখর। চাকরির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

শুভময়। সে তুই বুঝবি না।

শেখর। বুঝতে চাই না। তোমরা প্রতিবাদ করো না বলেই এত বেড়ে উঠেছে। সন্তোষ,—

সন্তোষ। কি?

শেখর। চল্ হাসপাতালে যাই।

শুভময়। হাসপাতালে?

শেখর। হ্যাঁ। তোমাদের সায়েবের সঙ্গেও দেখা করব।

শুভময়। দেখা করবি?

শেখর। হ্যাঁ। মুখোমুখী জিজ্ঞেস করব ছেলের অত্যাচারের কাহিনী তিনি জানেন কিনা, আর জানলে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শুভময়। যাস নি শেখর!

শেখর। ভয় নেই, ঝগড়া করব না।

শুভময়। এসব ছোট-খাট ব্যাপারে—

শেখর। ম্যানেজারের ছেলে মেরেছে, তাই ব্যাপারটা ছোট। মেথরের ছেলে যদি মারত, তাহলে ছোট হত্ত না। চল সন্তোষ।

[শেখর সন্তোষকে নিয়ে চলে যায়। শুভময় দ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়।]

শুভময়। শেখর, শোন্ শোন্।

[অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।]

[পর্দ্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মিঃ মজুমদারের কোয়াটার। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। দুপাশে দুখানা চেয়ার। রামশরণ আপন মনে খইনি টিপছিল আর দেহাতী গান গাইছিল। রামশরণের মস্ত একজোড়া গোঁফ। লাঠিটা কোলের ওপর শোয়ানো। বিরিঞ্চি ভেতর থেকে আসে। সে সব সময় বিরক্ত।]

বিরিঞ্চি। শালা! এমন বাড়ীতে কাজ নিয়েছি, খাটতে খাটতে জান কয়লা হয়ে গেল। তবু যদি না দুটো রসাল কথা শুনতে পেতুম। সব সময়ই শুধু খিটির মিটির। দেব একদিন ধোলাই।

রাম। আরে, কেয়া হুঁয়া? চিল্লাতা কাঁহে?

বিরিঞ্চি। আরে, তুমি থামো। আছ ত আরামে, কি বুঝবে তুমি? কোন কম্ম ত নেই, বসে বসে শুধু খইনি টেপো আর হেঁড়ে গলায় গান কর।

রাম। কেয়া বলতা তুম? হাম কাম করতা নেহি? দারোয়ানি কাম নেহি?

বিরিঞ্চি। ঘণ্টার কাজ! বসে বসে শুধু ভুঁড়ি ফোলানো।

রাম। আরে রোখো। ঘরকা কাম করছো, দারোয়ানির কি সমঝো? দারোয়ানিকা কাম করতে তাগদ লাগে, সাহস ভি লাগে।

বিরিঞ্চি। ছাই লাগে! ব্যাং লাফালে চিৎপাত হও, আবার ফুটুনি।

রাম। কেয়া? কেয়া বলতা তুম? বেঙ্ দেখে হামি চিৎ হয়ে গেছি? শালে বেয়াকুব, কব দেখা তুম?

বিরিঞ্চি। গাল দিও না বলছি। দেব ধোলাই।

রাম। [লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়] কেয়া? তুম হামকো মারেগা? আও! [লাঠি ঠোকে]

বিরিঞ্চি। আরে মারব কখন বললাম? জামা কাপড় ধোলাই করতে হবে, তাই বললাম। তুমি বড় অল্পে চটো রামচরণ,—

রাম। রামচরণ নেহি, রামশরণ।

বিরিঞ্চি। ঐ একই হোল ছাতুরাম!

[অলোক আসে। পরণে বুশসার্ট, চোঙা প্যাণ্ট। গলায় টাই। পায়ে ছুঁচলো জুতো, মাথার চুল শ্যাম্পু করা।]

অলোক। আড্ডা কিসের? কাজ নেই? কিরে ব্যাটা বিরিঞ্চি চুপ করে আছিস যে?

বিরিঞ্চি। দিনরাতই ত কাজ কচ্ছি। রামচন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলুম।

অলোক। সুখ দুঃখের কথা বলতে, না বিড়ি সিগারেট ফুঁকতে? ওসব চলবে না এ বাড়ীতে, বুঝেছো মাণিক? মাইনে দিয়ে রেখেছি কাজ করতে, আড্ডা মারতে নয়। যত সব ফাঁকিবাজ এসে জুটেছে।

[ভেতরে চলে যায়]

বিরিঞ্চি। শালার ব্যাটার কথা শুনেছো। সবে মাত্র গোঁফ উঠেছে এর মধ্যেই মস্তান হয়ে পড়েছে। দেবো ধোলাই।

রাম। সাচবাত বিরিঞ্চি ভাই। এ লেড়কা বহুৎ খারাপ আদমি।

[ভেতরে অলোকের গলা শোনা যায়, "এই ব্যাটা বিরিঞ্চি"।]

বিরিঞ্চি। [জোরে চেঁচিয়ে] যাচ্ছি। [খাটো গলায়] দেব ধোলাই।

[ভেতরে চলে যায়। রামশরণও বাইরে চলে যায়। ভেতর থেকে মিঃ মজুমদার আসে। রাশভারি চেহারা। মুখে সব সময় সিগারেট। হাতে সিগারেটের কৌটো আর লাইটার। মিঃ মজুমদার এসে চেয়ারে বসে, সিগারেট ধরায়। শশব্যস্তে শশধর আসে।]

শশধর। দাদা!

মজুমদার। কি?

শশধর। একটা কথা।

মজুমদার। বল।

শশধর। অলোক দিনদিন বড় বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে।

মজুমদার। কেন, কি করেছে?

শশধর। পড়াশোনা ত করেই না। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরে, আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রকবাজী করে বেড়ায়।

মজুমদার। ছেলেমানুষ, একটু আধটু করবেই।

শশধর। ছেলেমানুষ আর নেই দাদা। তুমি অফিসে থাকো, তাই দেখতে পাও না।

মজুমদার। আমি সবই দেখতে পাই।

শশধর। অলোকের স্বভাবটা কত উদ্ধত হয়েছে দেখেছো? কথাবার্ত্তা কেমন বিশ্রী হয়ে উঠেছে টের পাচ্ছ না?

মজুমদার। বয়স বাড়ুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শশধর। এখন থেকে শাসন না করলে আর ঠিক হবে না দাদা।

[অলোক আসে।]

অলোক। আমার নামে কি লাগাচ্ছো কাকা?

শশধর। তোমার স্বভাবের কথাটাই বলছি।

অলোক। ভাল বললে, না মন্দ বললে?

শশধর। তোমার স্বভাবটা কি ভাল বলে মনে কর?

অলোক। আমার স্বভাব ভাল হোক, আর মন্দ হোক—সেটা তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি তোমার নিজের স্বভাবটা বদলাও।

শশধর। দাদা!

মজুমদার। ছেলেমানুষের কথা ধরতে নেই।

অলোক। বাবা, আশীটা টাকা দাও ত।

মজুমদার। কেন?

অলোক। বোম্বে থেকে টেরিকট এসেছে, প্যাণ্ট করবো।

শশধর। এই ত সেদিন করলি!

অলোক। টাকা চেয়েছি বাবার কাছে, তোমার কাছে নয়। তুমি চুপ করে থাকো। টাকা দাও বাবা।

মজুমদার। দাঁড়াও। দেখি কত আছে। [প্যাণ্টের পকেটে হাত দেয়] হ্যাঁ আছে, এই নাও একশো টাকার নোট। কুড়ি টাকা ফেরৎ দেবে।

অলোক। [টাকা নিয়ে পকেটে রাখে] ও কটা টাকা আবার কি ফেরৎ নেবে? ও আমি রেষ্টুরেণ্টে বসেই ফুঁকে দেবো।

[বাইরে চলে যায়]

শশধর। অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে?

মজুমদার। দিলুম।

শশধর। চাইলেই দিতে হবে?

মজুমদার। ওরও ত সখ-সাধ আছে।

শশধর। সখ-সাধ মেটানো ভাল। তাবলে বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়।

মজুমদার। বিলাসিতা নয় শশধর। ম্যানেজারের ছেলের দোপ দুরস্ত পোষাক পরিচ্ছদই প্রয়োজন।

শশধর। এমনি করেই তুমি ওকে নষ্ট কচ্ছো। কেবল প্রশ্রয় দিয়েছো, শাসন কখনো করো নি।

মজুমদার। সে বিচার তোমার কাছে চাইনি।

শশধর। রাগ কচ্ছো, পরে আফশোষ করবে।

[ভেতরে চলে যায়। মিঃ মজুমদার সিগারেট ধরায়। শেঠজী আসে। হাতে মিষ্টির হাঁড়ি অন্য হাতে ঝোলানো ব্যাগ।]

শেঠজী। নমস্কার স্যার!

মজুমদার। শেঠজী! আসুন! আসুন!

শেঠজী। [এগিয়ে আসে] স্যার, আপনার জন্যে কিছু মেঠাই এনেছি।

মজুমদার। ওরে বিরিঞ্চি, বিরিঞ্চি,—

[বিরিঞ্চি আসে।]

বিরিঞ্চি। ডাকছেন?

মজুমদার। হাঁড়িটা নিয়ে যা।

[বিরিঞ্চি হাঁড়িটা তুলে নেয়, ঘরের কোণে এগিয়ে যায়।]

মজুমদার। বসুন শেঠজী! [শেঠজী বসে] কোয়াটারের কাজ কেমন চলছে?

শেঠজী। ভালই চলছে স্যার, ভালই চলছে।

মজুমদার। আমি কিন্তু কিছুই দেখছি না, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছি। দেখবেন, যেন ফ্যাঁসাদে না পড়ি!

শেঠজী। রামজী! রামজী! কি যে বলেন স্যার? আপনার বিশোয়াস আমি রাখব না? আমি কি তেমন আদমি স্যার? আমাকে আপনি চেনেন না? খাঁটি মাল দিয়ে সব কনস্ট্রাকশান হচ্ছে স্যার। পুরোনো মিস্তিরি সব খাটছে—দিনে আট টাকা মজুরি।

মজুমদার। জানি শেঠজী, আপনি খাঁটি মানুষ!

[বিরিঞ্চি হাঁড়ির ঢাকনা ছিঁড়ে কয়েকটা সন্দেশ মুখে পোরে, ওরা দুজনে লক্ষ্য করে না।]

শেঠজী। স্যার, আপনার জন্যে একটা বিলাইতী জিনিষ এনেছি। [ব্যাগ থেকে মদের বোতল বার করে টেবিলে রাখে।] অনেক কষ্ট করে এনেছি স্যার!

মজুমদার। বিরিঞ্চি,—

[বিরিঞ্চি আপন মনে খাচ্ছিল, মিঃ মজুমদারের ডাক শুনে ঘাবড়ে যায়। সাড়া দিতে যায়, সন্দেশে গলা বুজে আসে। স্বর বেরোয় না।]

মজুমদার। কি করছিলি ওখানে?

[বিরিঞ্চি নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। হাঁড়িটা পেছনে লুকিয়ে রাখে।]

মজুমদার। এটা নিয়ে যা। আমার শোবার ঘরে রাখবি।

[বিরিঞ্চি নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, তারপর বোতল আর হাঁড়ি নিয়ে চলে যায়।]

শেঠজী। স্যার, আমার বিলটা—

মজুমদার। দিন।

শেঠজী। এই যে স্যার,—

[জামার পকেট থেকে পিন দিয়ে গাঁথা কয়েকটা বিল বার করে, মিঃ মজুমদারের সামনে রাখে। মিঃ মজুমদার বিলগুলো চেক করতে থাকে। শেঠজী উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে চেয়ে থাকে।]

শেঠজী। কিছু দেখতে হবে না স্যার।

মজুমদার। [নিঃশব্দে বিলগুলো সই করে] নিন! পাশ করে দিলাম।

শেঠজী। [মুখে হাসি ফোটে] আপনার মেহেরবাণী স্যার। [বিলগুলো পকেটে রাখে] তাহলে আসি স্যার। নমস্কার।

[ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।]

মজুমদার। শেঠজী,—

শেঠজী। বলুন স্যার।

মজুমদার। আমার ছেলে মানে অলোক, বুঝেছেন?

শেঠজী। বুঝেছি স্যার!

মজুমদার। অলোক বায়না ধরেছে একটা রিষ্টওয়াচ চাই। কি ঘড়ি ভাল বলুন ত?

শেঠজী। ঘড়ি!

[ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে, গম্ভীর হয়।]

মজুমদার। বেশী দামী নয়। ছেলেমানুষ কবে বলতে কবে ভেঙে ফেলবে।

শেঠজী। [নিস্তেজ গলায়] আচ্ছা স্যার, দেব একটা কিনে।

[শেঠজী চলে যায়। মিঃ মজুমদার সিগারেট ধরায়। দুই হাতে ভর্তি থলে নিয়ে নেপাল আসে।]

নেপাল। রেশন নিয়ে এলাম স্যার।

মজুমদার। সব দিয়েছে ত?

নেপাল। দেবে না মানে? আপনাকে দিতেই হবে। মাল না থাকে, কিনে দিতে হবে।

মজুমদার। চিনি বেশী দিয়েছে?

নেপাল। দিতে চায় নি। ধমক দিলুম—ব্যাটা, সায়েবকে দু'কিলো চিনি বেশী দিবি না? দোকান লাটে তুলব। অমনি সুর সুর করে বের করে দিলে। বিরিঞ্চি, ও বিরিঞ্চি,—

[বিরিঞ্চি আসে, সে খুব বিরক্ত।]

বিরিঞ্চি। কি হয়েছে?

নেপাল। অমন তিরিক্ষি মেজাজ কেন বাবা বিরিঞ্চি? নাও, ব্যাগগুলো ভাল করে ধর। নিয়ে যেতে পারবে ত?

[বিরিঞ্চি ব্যাগগুলো নিয়ে দরজার দিকে এগোয়।]

বিরিঞ্চি। [আপন মনে] দেব ধোলাই।

[চলে যায়]

নেপাল। স্যার, আপনার শরীরটা যেন খারাপ মনে হচ্ছে?

মজুমদার। না ত।

নেপাল। না স্যার। আপনার চোখমুখ বসে গেছে।

মজুমদার। ও কিছু নয়। অফিসে কাজের চাপ, বাড়ীতে মিস্তিরির। তাই ও রকম দেখাচ্ছে।

নেপাল। এত খাটবেন না স্যার! আপনার শরীর ভেঙে যাবে।

মজুমদার। মাইনে নিচ্ছি, দাম দেবো না?

নেপাল। আগের ম্যানেজার ত এত খাটত না স্যার! আপনার আমলে যত কাজ হয়, এমন ত আর কখনো হয় নি।

মজুমদার। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কেউ নাকি আমার সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলে।

নেপাল। বলে স্যার! বলে, আপনি নাকি স্টাফেদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না, মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন না। আরোও বলে—

মজুমদার। কি বলে?

নেপাল। আপনি নাকি ঘুষ খান! কণ্ট্রাকটারের কাছ থেকে ঘুষ খান, ঘুষ খেয়ে নাকি চাকরি দেন।

মজুমদার। আর?

নেপাল। আপনি নাকি মাতাল হয়ে নর্দ্দামায় শুয়ে থাকেন।

মজুমদার। থামুন।

নেপাল। আমি বলি না স্যার, বলে ওরা। আমি চুপ করে শুনি আর ভাবি, কি প্রবৃত্তি ওদের! এমন দেবতুল্য মানুষ, তার নামেও নিন্দে!

মজুমদার। যারা বলে, তাদের নাম বলুন।

নেপাল। আজ্ঞে, বলে ত অনেকেই। তবে বেশী বলে শুভময় পাল।

মজুমদার। শুভময় পাল! মানে—

নেপাল। আমার পাশেই বসে।

মজুমদার। একটা পেটি ক্লার্কের এত সাহস! আমার নামে এত বড় কথা! আচ্ছা!

নেপাল। স্যার! নামটা যেন বলবেন না, তাহলে কিন্তু আমার টেংড়ি খুলে নেবে।

[শেখর আসে।]

শেখর। নমস্কার।

মজুমদার। কে?

শেখর। আমি শেখর পাল।

নেপাল। শুভময় পালের ছেলে স্যার।

মজুমদার। ও! [ভাল করে শেখরকে দেখে] কি চাই? চাকরি? না,—না চাকরি আমার হাতে নেই।

শেখর। চাকরি চাইতে আসি নি।

মজুমদার। তবে কি চাইতে এসেছ?

শেখর। চাইতে আসি নি, জানতে এসেছি। দয়া করে যদি শোনেন—

নেপাল। সময় কোথায় সায়েবের? তুমি বরং—

মজুমদার। [হাত তুলে নেপালকে থামিয়ে দেয়] কি বলতে চাও?

শেখর। আপনি কি জানেন যে, আপনার ছেলে অলোকের অত্যাচারে পাড়ার ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে?

মজুমদার। তাই নাকি?

শেখর। আপনি কি জানেন, আপনার ছেলে ভদ্রমহিলাদেরও অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করে?

মজুমদার। প্রথম শুনলাম।

শেখর। আপনি কি জানেন, সে অকারণে প্রায়ই পাড়ার ছেলেদের মারধোর করে, আর তার ফলটা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়?

মজুমদার। বটে!

শেখর। যাক, আপনি তাহলে কিছুই জানতেন না। আশা করি এবার জানবার চেষ্টা করবেন, আর আপনার ছেলেকে শাসন করবেন!

মজুমদার। কি বললে? আমার ছেলেকে শাসন করতে উপদেশ দিতে এসেছো!

শেখর। মাপ করবেন। উত্তেজনার বশে হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি, কিন্তু বাধ্য হয়েই আমি একথা বললাম। আপনার ছেলে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

মজুমদার। তোমার কি করেছে সেটাই শুনি?

শেখর। ইঁট মেরে আমার ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

মজুমদার। তোমার ভাই নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছিল?

শেখর। কোন দোষ সে করেনি। বিনা দোষেই আপনার ছেলে তাকে মেরেছে।

মজুমদার। একথা বিশ্বাস করা যায় না।

নেপাল। কোন মতেই না, এ কথনো—

শেখর। আপনি দয়া করে থামুন! মিঃ মজুমদার, বিশ্বাস না হয় হাসপাতালে চলুন, আমার ভাইকে দেখবেন—সে আপনার ছেলের চেয়ে অনেক ছোট। আপনার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়ার তার কোন কারণই থাকতে পারে না।

মজুমদার। তাহলে অকারণে মেরেছে?

শেখর। এটাই আপনার ছেলের স্বভাব। আরো অনেক ছেলেকেই এভাবে মেরেছে।

মজুমদার। এসব মিথ্যে কথা।

শেখর। মিথ্যে কথা!

মজুমদার। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা।

শেখর। আপনি পাড়ার পাঁচজনকে ডাকুন।

মজুমদার। প্রয়োজন নেই।

শেখর। আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনাব উঁচু ধারণা থাক, আমার তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু তার অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে।

মজুমদার। তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে এসে আমার ছেলের নামে যা খুসী বলে যাচ্ছো! আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে।

শেখর। ধৈর্য্যের সীমা সকলেরই আছে।

মজুমদার। তার মানে ?

শেখর। আপনার বখাটে ছেলের যথেচ্ছাচার বন্ধ করতেই হবে। তার নির্য্যাতন আর আমরা সহ্য করব না।

মজুমদার। ভয় দেখাতে এসেছো ?

শেখর। অনুরোধ করতে এসেছিলাম ; কিন্তু আপনি তার কোন দাম দিলেন না। তাই স্পষ্ট করেই বলে যাচ্ছি, যদি আপনার ছেলেকে না সংযত করেন, তবে আমরাই তার ব্যবস্থা করব। তার গুণ্ডামি করা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেব।

মজুমদার। [ক্ষেপে যায়] সাট আপ। এত স্পর্দ্ধা ! আমাকে চোখ রাঙাতে এসেছো। জানো, কার সঙ্গে কথা বলছো ? জানো, তোমার বাবা আমার ভয়ে কাঁপে ?

শেখর। আমার বাবা আপনার স্টাফ, আমি নই। আমি আপনাকে ভয় করি না, দয়া করে রক্তচক্ষু দেখাবেন না।

মজুমদার। গেট আউট,—গেট আউট আই সে। রামশরণ—

[রামশরণ আসে।]

রাম। হুজুর !

মজুমদার। এ আদমি কো বাহার নিকাল দো।

রাম। এই নিকালো আভি।

[শেখরের কাছে যায়]

শেখর। [চেঁচিয়ে ওঠে] হট যাও। [রামশরণ পিছিয়ে আসে] দারোয়ান ডাকার প্রয়োজন ছিল না মিঃ মজুমদার। আমি নিজেই যাচ্ছি। আচ্ছা আসি। নমস্কার। হ্যাঁ, আপনার আদরের ঢেঁকিকে একটু সাবধান করে দেবেন।

[চলে যায়। রামশরণ পেছনে পেছনে যায়।]

নেপাল। কি বদ ছেলে দেখেছেন স্যার! আপনাকে শাসিয়ে গেল!

মজুমদার। নেপালবাবু!

নেপাল। বলুন স্যার!

মজুমদার। অলোক কি সত্যিই যাকে তাকে মারে?

নেপাল। কি যে বলেন স্যার? অলোক কি তেমনি ছেলে! কারো গায়েই সে হাত দেয় না।

মজুমদার। সবার সঙ্গেই সে অভদ্র ব্যবহার করে?

নেপাল। কে বল্লে? ও রকম মিষ্টি ব্যবহার কটা ছেলে জানে?

মজুমদার। তবে ছেলেটা যে বলে গেল—

নেপাল। সব মিথ্যে স্যার, সব আজগুবি।

মজুমদার। মিথ্যে বলে লাভ?

নেপাল। লাভ কিছুই না। আসলে অলোক ম্যানেজারের ছেলে—সেটাই হল দোষ। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মচ্ছে স্যার, জ্বলে পুড়ে মচ্ছে।

মজুমদার। হুঁ। আপনি এখুনি শুভময় পালকে বলুন যেন সে আজই আমার সঙ্গে দেখা করে।

[নেপাল দরজার দিকে এগোয়।]

[পর্দা]

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[শুভময়ের বাড়ী। গুরুদাস বাইরে থেকে ডাকে,—'শুভময়বাবু'! ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শেখর।]

শেখর। আসুন মাষ্টারমশাই।

গুরুদাস। সন্তোষ কোথায়?

শেখর। সন্তোষ,—

[ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সন্তোষ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ।]

গুরুদাস। মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

সন্তোষ। অলোক দা ইঁট মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।

গুরুদাস। সে কি! কবে?

শেখর। কাল।

গুরুদাস। বেশী কাটে নি ত?

শেখর। অনেকটা কেটেছে, তিনটে সেলাই করতে হয়েছে।

গুরুদাস। ছি-ছি-ছি। ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুতেই শোধরানো গেল না।

শেখর। কি করে যাবে মাষ্টারমশাই? বাবা যদি ছেলেকে প্রশ্রয় দেয়, তার স্বভাব কখনও বদলায়? এ ত আপনাদেরই কথা।

গুরুদাস। ঠিক কথা শেখর। মিঃ মজুমদার ছেলেকে যত আদর

দেন, শাসন করেন তার অর্দ্ধেক। পুত্রস্নেহে উনি অন্ধ। এর বিষফল একদিন তাকে খেতেই হবে।

শেখর। তার ছেলের জন্যে তিনি কবে ফল ভোগ করবেন জানি না, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা ওর গুণ্ডামিতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

গুরুদাস। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।

শেখর। আমি সে কথা বলতেই গিয়েছিলাম। তিনি আমার কোন কথাই শুনলেন না, উল্টে দারোয়ান দিয়ে বার করে দিলেন।

গুরুদাস। ছি-ছি ছি।

শেখর। এই গুণ্ডামি আমি সহ্য করব না। তার হাত দুটো আমি মুচড়ে ভেঙে দেব।

গুরুদাস। না বাবা না, ওসব করতে যেও না। অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। তাতে অশান্তিই বাড়ে।

শেখর। কিন্তু এ ছাড়া তাকে শায়েস্তা করার আর কোন উপায় নেই।

গুরুদাস। উপায় একটা বার করতেই হবে। আমি এখনি মিঃ মজুমদারকে ফোন কচ্ছি। তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলব।

শেখর। কোন লাভ হবে না মাষ্টারমশাই, ভালো কথায় কাজ হবে না।

গুরুদাস। না বাবা, না। উত্তেজিত হয়ো না। যা করবার শান্তিপূর্ণ উপায়ে করতে হবে। আমি যাচ্ছি। [সন্তোষ, চুপ করে শুয়ে থাকো বাবা। আমি কাল আসব]

[চলে যায়।]

সন্তোষ। দাদা,—

শেখর। কি রে?

সন্তোষ। বাইরে যাব।

শেখর। মাষ্টারমশাই কি বলে গেলেন?

সন্তোষ। শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।

শেখর। [হাসে] শুয়ে থাকলে পিঠে ব্যথা হয়?

সন্তোষ। হয়।

শেখর। তবে যা। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি।

সন্তোষ। আমি যাব আর আসব।

শেখর। শোন্, সেই বখাটে ছেলেটা যদি আবার গায়ে হাত দিতে আসে, খবর দিবি।

সন্তোষ। আচ্ছা।

[চলে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শুভময়।]

শুভময়। শেখর, কাল সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস্?

শেখর। না।

শুভময়। সায়েবকে যা-তা বলে এসেছিস?

শেখর। না।

শুভময়। সায়েবকে শাসিয়ে এসেছিস?

শেখর। না।

শুভময়। তবে সায়েব আমাকে মিথ্যা কথা বললে?

শেখর। তোমার সায়েব তোমায় কি বলেছে জানি না। তবে ঝগড়া আমি করি নি।

শুভময়। তাহলে শুধু শুধুই আমাকে ডেকে পাঠালে, আর অতগুলো কথা শোনালে?

শেখর। কি শুনিয়েছে?

শুভময়। কি বলতে পারে বলে তোর মনে হয়? মিষ্টি কথা? লেখাপড়া শিখে শেষে এমন নির্ব্বোধ হয়েছিস!

শেখর। নির্ব্বুদ্ধিতার কি পরিচয় পেলে?

শুভময়। কেরাণীর ছেলে তুই, তুই গেছিস ম্যানেজারের কাছে তার ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে?

শেখর। এতে নির্ব্বুদ্ধিতার কি দেখলে? কেরাণীর ছেলে বলে মার খেয়েও বিচার চাইতে পারব না?

শুভময়। তর্ক করিস না। অন্যায় করেছিস, স্বীকার কর। জানিস, তোর দুর্ব্ব্যবহারের জন্যে আমায় ক্ষমা চাইতে হল?

শেখর। ক্ষমা চেয়ে এসেছো?

শুভময়। কি করব? যার ছেলের সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই, তাকে ক্ষমা চাইতেই হয়।

শেখর। তুমি কি বাবা! কি বলে তুমি ক্ষমা চেয়ে এলে? অন্যায় করলে সে, আর ক্ষমা চাইলে তুমি? জানো, তোমার সায়েব আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিয়েছে?

শুভময়। বেশ করেছে। তুই কেন চোখ রাঙাতে গিয়েছিলি?

শেখর। সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলার নাম চোখ রাঙানো নয়।

শুভময়। লেকচার দিতে হবে না। ক্ষমা চেয়ে আয়।

শেখর। ক্ষমা চাইব! তোমার সায়েবের কাছে?

শুভময়। শেখর!

শেখর। না বাবা। কোন অন্যায় আমি করিনি, ক্ষমাও আমি চাইব না।

শুভময়। অন্যায় না করলেও ক্ষমা চাইতে হয়।

শেখর। কেন? কেন চাইব? সে উঁচুতলার মানুষ বলে?

তার মানের কেল্লা নিয়ে সে উঁচুতে বসে থাকবে? এমনি করেই তোমরা ওকে বাড়িয়ে তুলেছো!

শুভময়। তুই কি চাস আমার চাকরিটা যাক? জানিস না আমি টেম্পোরারি ষ্টাফ?

শেখর। জানি। তাবলে যা সহ্য করা যায় না, তাও সহ্য করতে হবে?

শুভময়। হ্যাঁ করতেই হবে।

শেখর। চেষ্টা করব। তবে তোমার সায়েবের কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না।

শুভময়। কথা শোন্ শেখর।

শেখর। না বাবা, না। এ আমি পারব না, কিছুতেই না।

[ছুটে আসে সন্তোষ।]

সন্তোষ। দাদা! দাদা!

শেখর। কি হয়েছে? হাঁপাচ্ছিস কেন?

সন্তোষ। আমাদের ঐ যে কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে না, সেই কোয়ার্টার ভেঙে পড়েছে।

শেখর। সেকি! শেষ না হতেই ভেঙে পড়ল?

সন্তোষ। হ্যাঁ, কত লোক জড়ো হয়েছে। দমকল এসেছে। পুলিশ এসে লোকজন সরাচ্ছে। সবাই কি বলছে জানো—সায়েব কণ্ট্রাকটারের কাছে ঘুষ খেয়েছে, তাই কণ্ট্রাকটার সিমেণ্টের বদলে গঙ্গামাটি দিয়েছে।

শেখর। ~~চল্, দেখে আসি~~।

শুভময়। না, যেতে হবে না।

শেখর। এতবড় একটা ব্যাপার—

শুভময়। হোক, তাতে তোর কি? কোয়াটার ফাটুক কি ভাঙুক, তাতে তোর নাক গলাবার দরকার নেই। তুই কি এখানকার ষ্টাফ?

শেখর। ষ্টাফের ছেলে ত। তাছাড়া এত কাছে এতবড় দুর্ঘটনা হল, একবার দেখতে যাবো না?

শুভময়। না, যাবি না। ভেঙে ত গেছেই, গিয়ে কি গড়তে পারবি?

শেখর। পারব না ঠিকই। তবে সত্যিই যদি কণ্ট্রাকটার গঙ্গামাটি—

শুভময়। খবরদার! এসবের মধ্যে যাবি না বলে দিচ্ছি। কণ্ট্রাকটার গঙ্গামাটিই দিক আর এঁটেল মাটিই দিক, সেটা দেখার দায়িত্ব যাদের, তারাই দেখবে।

শেখর। কিন্তু এতবড় একটা দুর্নীতি—

শুভময়। তোকে ভাবতে হবে না।

শেখর। কোথায় কাকে দরকার, কেউ জানে না বাবা। আমি চললাম।

[শেখর চলে যায়।]

শুভময়। [সন্তোষকে] তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তুইও যা। সবুর সইল না। অমনি ছুটে এসেছে দাদাকে খবর দিতে। যেমন দাদা, তেমনি ভাই!

সন্তোষ। বারে, আমার কি দোষ? সবাই ছুটোছুটি করছে দেখে আমিও এলাম।

শুভময়। বেশ করেছিস! বুঝতে পারছি, তোরা দুজনেই আমায় পাগল করে ছাড়বি। যা, পড়গে যা।

[সন্তোষ চলে যায়। নেপাল আসে।]

নেপাল। এই যে শুভময়!

শুভময়। [বিরক্ত হয়] কি খবর?

নেপাল। বড় ছেলেটি কোথায়?

শুভময়। বাজারে।

নেপাল। এই ত কিছুক্ষণ আগে বাজার থেকে এলো। আবার—

শুভময়। লঙ্কা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই—

নেপাল। তা বেশ করেছ। কিন্তু ছেলেটাকে একটু সামলে রেখো, নইলে কপালে দুঃখ আছে তোমার।

শুভময়। আমার কপালে দুঃখ থাকলে আমিই ভুগব, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

নেপাল। ছেলে তোমার বেশ তৈরী [redacted]! কাল সায়েবের সঙ্গে যেভাবে মুখে মুখে তর্ক করল যদি দেখতে! আমি ত তাজ্জব! কেউ যে আমাদের সায়েবের সঙ্গে অমন করে কথা বলতে পারে, ভাবতেই পারলুম না।

শুভময়। অন্যায় বলেছে?

নেপাল। কি বলছ? কি বলে নি তোমার ছেলে? যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে। সায়েব ত রেগে আগুন। আমি ঠাণ্ডা করে না রাখলে তোমার ছেলের দফা গয়া করে দিত।

শুভময়। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

নেপাল। কিন্তু এ অভ্যেস ত ভাল নয় শুভময়। তোমার ছেলে মানীলোককে মান দেবে না?

শুভময়। শেখর ত বললে সায়েবকে অসম্মান করে নি। শুধু অলোকের বদ স্বভাবের কথা জানিয়েছে।

নেপাল। ছেলে বললে আর তাই তুমি বিশ্বাস করলে?

শুভময়। বিশ্বাস করলে কি আর ক্ষমা চেয়ে আসি?

নেপাল। এবার না হয় ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে গেলে। ছেলেকে একটু শাসন—টাসন করো।

[শেখর ফিরে আসে।]

শেখর। আপনি?

নেপাল। লঙ্কা কই?

শেখর। লঙ্কা!

নেপাল। হ্যাঁ, তুমি নাকি লঙ্কা আনতে গিয়েছিলে? লঙ্কা আনো নি?

শুভময়। বাজারে লঙ্কা নেই ত আনবে কোত্থেকে?

নেপাল। ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে। হ্যাঁ বাবা শেখর, আমাকে ভাঁড়িও না বাবা, সত্যি করে বল ত কোথায় গিয়েছিলে?

শেখর। নতুন কোয়াটার ভেঙে পড়েছে।

নেপাল। ভেঙে পড়েছে!

শেখর। হ্যাঁ, তাই—

শুভময়। বেড়াতে বেড়াতে দেখতে গিয়েছিল। শুনলে ত? এবার যাও।

নেপাল। দাঁড়াও—দাঁড়াও। হ্যাঁ বাবা শেখর, তুমি গিয়েছিলে? লোকজন জড়ো হয়নি ত?

শেখর। আমি ডেকে জড়ো করলাম। আর বললাম, যেন মিস্তিরিদের কেউ কাজ করতে না দেয়, সিমেণ্ট যেন আটক করে রাখে।

নেপাল। অ্যাঁ। আচ্ছা এখন আসি। পরে কথা হবে।

[ব্যস্ত হয়ে চলে যায়।]

শুভময়। তুই সত্যিই এ সব করে এসেছিস?

শেখর। হ্যাঁ।

শুভময়। কেন? কে তোকে মাতব্বরি করতে বলেছে? কোয়ার্টার ভেঙে পড়েছে, সেটা কোম্পানি বুঝবে। তোর এত মাথাব্যথা কেন?

শেখর। দোষীকে ধরতে হবে।

শুভময়। ধরতে হয়, ওপরে যারা আছে তারাই ধরবে। তোকে ওস্তাদি করতে কে বলেছে?

শেখর। ওপরে যারা আছে তারা যখন জানবে তখন ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাতের গল্প খাড়া হয়ে যাবে। তার আগেই ওপরে জানাতে হবে।

শুভময়। কে জানাবে? তুই?

শেখর। হ্যাঁ। ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে টেলিগ্রাম করব।

শুভময়। কি আরম্ভ করেছিস? কার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছিস খেয়াল আছে?

শেখর। আছে।

শুভময়। না নেই। থাকলে এসব করতে যেতিস না। এতে তুইও মরবি, আমিও মরব।

[অলোক আসে।]

অলোক। আপনারই নাম শেখর?

শেখর। হ্যাঁ। তুমি কে?

অলোক। একটু পরেই জানবেন।

শুভময়। অলোক।

শেখর। [সামনে এগিয়ে যায়] তুমিই কি সেই বিখ্যাত ব্যক্তি!

অলোক। আপনি বাবার কাছে গিয়েছিলেন, আমার নামে নালিশ করতে ?

শেখর। হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তবে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। বোঝা উচিত ছিল যে তিনি তোমারই পিতা।

অলোক। আপনি বাবাকে বলেছেন—আমি পাড়ায় গুণ্ডামি করি ?

শেখর। তার আগে জবাব দাও—কেন সন্তোষকে মেরেছ ?

অলোক। আমি যাকে তাকে কৈফিয়ৎ দিই না।

শেখর। দিতে হবে।

অলোক। দেব না।

শুভময়। ঝগড়া করো না।

অলোক। আপনি থামুন মশাই।

শেখর। ভদ্রভাবে কথা বল।

অলোক। ভদ্রভাবে কথা বলব ভদ্রলোকের সঙ্গে, ছোটলোকের সঙ্গে আবার কিসের ভদ্রতা ?

শেখর। কি বললে ! [তেড়ে যায়]

শুভময়। আঃ—শেখর। [শেখরকে ধরে]

শেখর। যা খুসী বলবে, আর তাই সহ্য করে যাবো ?

অলোক। হ্যাঁ, তাই করবেন। আমি ম্যানেজারের ছেলে, যা খুসী তাই বলব, যা খুসী তাই করব। আপনি কোন সাহসে তার জন্য নালিশ করতে যান ? মনে থাকে না, যে আপনি একটা মাছিমারা কেরাণীর ছেলে ?

শেখর। মুখ সামলে কথা বল।

অলোক। আমি মুখ সামলে কথা বলি না। মুখ আমার চিরদিনই আলগা। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমার নামে নালিশ করতে যাবেন না।

শেখর। তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর গুণ্ডামি করবে না। যদি কর, তাহলে তোমার হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলবো।

অলোক। কুকুরটার সাহস ত কম নয়।

শেখর। কি!

[অলোকের গালে চড় মারে]

শুভময়। শেখর!

অলোক। খুন করে ফেলব।

[ঘুঁষি বাগিয়ে শেখরের দিকে এগোয়। শেখর হাত ধরে ফেলে।]

শেখর। বেরিয়ে যা বদমায়েস!

[অলোককে জোরে ধাক্কা দেয়। অলোক মেঝেতে ছিটকে পড়ে। মাথাটা মেঝেতে লেগে কেটে যায়, রক্ত বেরোয়।]

অলোক। আঃ!

[মাথায় হাত দেয়, হাতে রক্ত লাগে।]

শুভময়। আহা! দেখি বাবা দেখি। [অলোকের কাছে গিয়ে মাথাটা ধরে] ইস্! অনেকটা কেটে গেছে!

অলোক। ছেড়ে দিন। [শুভময়ের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়] ছেলেকে লেলিয়ে দিয়ে দরদ দেখাতে এসেছেন?

শুভময়। কি বলছো?

অলোক। ঠিকই বলছি। বাবাকে গিয়ে সব বলব। আপনাদের দফা যদি রফা না করি ত আমার নাম অলোক মজুমদার নয়।

[চলে যায়।]

শুভময়। এ কি করলি শেখর!

শেখর। ~~ঠিকই করেছি~~। ওর একটু শিক্ষার দরকার ছিল।

শুভময়। তুই কি আমার চাকরিটা শেষ না করে ছাড়বি না? আসা অবধি একটার পর একটা কাণ্ড বাধিয়েই চলেছিস!

শেখর। কি করব, আমার চামড়া এখনো পুরু হয় নি।

শুভময়। চুপ কর। লেখাপড়া শিখে ভারি পণ্ডিত হয়েছিস! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা। চল সায়েবের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি চল।

শেখর। আবার সেই কথা!

শুভময়। বেশ, তোর যা ইচ্ছে কর। আমি আত্মহত্যা করব। আমি গঙ্গায় ডুবে মরব, এ জ্বালা আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

শেখর। তোমার কি মাথা খারাপ?

[শুভময়কে ধরে]

শুভময়। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ভেবেছিলাম ছেলে মানুষ হয়েছে, এবার শান্তি পাবো। খুব শান্তি পেয়েছি আর শান্তি চাই না। ছেড়ে দে আমাকে।

শেখর। চল। আমি যাবো, তোমার সায়েবের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব,—আর বলে আসব যে তিনি ঠিকই বলেছিলেন—বাবা যখন তাঁর কর্ম্মচারী, তখন আমাকেও 'হুজুর' বলতে হবে।

[পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[মিঃ মজুমদারের কোয়াটার। রামশরণ দরজায় হেলান দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল; লাঠিটা দাঁড় করানো। বাইরে থেকে দুহাতে দুই ভর্ত্তি থলে নিয়ে বিরিঞ্চি আসে। পায়ের শব্দে রামশরণের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমজড়ানো চোখে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে সেলাম ঠোকে।]

রাম। সেলাম হুজুর!

বিরিঞ্চি। সেলাম।

[থলে দুটো মেঝেতে রেখে চেয়ারে বসে।]

রাম। আরে তুম?

বিরিঞ্চি। খুব ঘুম লাগাচ্ছিলে, অ্যাঁ? সত্যি রামচরণ,—

রাম। রামশরণ।

বিরিঞ্চি। তোমার কপাল দেখে হিংসে হয়। আমি শালা সকাল থেকে গাধার মত খেটে মরছি, আর তুমি মজাসে ঘুম মারছ?

রাম। ঝুট বাৎ মাৎ বলো। হাম আঁখ বন্ধ কর্ বৈঠা রহা।

বিরিঞ্চি। ও! আর নাকটা যে গর্জ্জন করছিল, সেটা?

রাম। আরে বাবা, আমার নাক কভি ডাকে না!

বিরিঞ্চি। না, তাকি আর ডাকে? শালার নাকের ডাক শুনলে মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে।

রাম। এই, গালি মাৎ দেও।

বিরিঞ্চি। দেব ধোলাই।

রাম। ফিন? শালে, তোমকো একদম মার ডালেঙ্গা।

[লাঠি তোলে]

বিরিঞ্চি। এই এই রামচরণ, মরে যাবো। বউ বিধবা হবে রে ব্যাটা।

[ভেতর থেকে শশধর বেরিয়ে আসে।]

শশধর। কি হয়েছে রামশরণ?

রাম। [লজ্জা পায়] কুছ নেই সাব।

বিরিঞ্চি। আমাকে লাঠিখেলা শেখাচ্ছিল।

রাম। জী হ্যাঁ।

[বাইরে চলে যায়]

শশধর। বাজারের থলে নিয়ে এখানে কি করছিস? ভেতরে যা।

বিরিঞ্চি। কাজ আর করব না।

শশধর। করবি না?

বিরিঞ্চি। না। দাদাবাবু আমাকে চড় মেরেছে। কাজ করতে এসে চড় খাবো? তাও আবার ছোটছেলের চেয়ে যে ছোট, তার কাছে? আমি আর কাজ করব না।

শশধর। অলোক মেরেছে বলে কাজ ছাড়বি? তুই কাজ কর্, আমি দাদাকে বলছি।

বিরিঞ্চি। বলে কি হবে? বাবু কখনো ছেলেকে শাসন করেছে? শাসন করলে অমন হয়?

শশধর। আচ্ছা, আর মারবে না—আমি বলছি। আর যদি মারে—

বিরিঞ্চি। দেব ধোলাই।

[থলে নিয়ে চলে যায়। ভেতর থেকে মিঃ মজুমদার বেরিয়ে আসে। চেয়ারে বসে।]

শশধর। দাদা, এ বাড়ীতে আর চাকর-বাকর থাকবে না।

মজুমদার। কেন, কি হয়েছে?

শশধর। অলোক বিরিঞ্চিকে ধরে মেরেছে। বিরিঞ্চি কাজ করবে না বলছিল, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করেছি।

মজুমদার। বিরিঞ্চি নিশ্চয়ই ওকে গালাগালি দিয়েছিল।

শশধর। অত সাহস নেই।

মজুমদার। নিশ্চয়ই কিছু বলেছিল, নইলে শুধু শুধু মারতে পারে?

শশধর। তাবলে গায়ে হাত তুলবে?

মজুমদার। আরে, হাত কি আর তুলেছে? হয়ত মারব বলেছে, তাতেই মেরেছে বলে চালিয়ে দিয়েছে। আর দিনকাল যা পড়েছে— চাকর-বাকরকে কিছু বলা যাবে না!

শশধর। অলোকের বিরুদ্ধে কোন কথাই তুমি বিশ্বাস করতে চাও না।

মজুমদার। করার মত হলে নিশ্চয়ই করতুম? অলোককে তোমরা যতটা খারাপ মনে করো, আমি কিন্তু ততটা করি না। ওর নামে আবার রটেও বেশী।

শশধর। কিছুটাও ত সত্যি?

মজুমদার। তার জন্যে তাকে যথেষ্ট শাসন করা হয়।

শশধর। কবে তুমি শাসন করেছ? এই যে কাল একটা ছেলের মাথা ফাটিয়ে এলো, কিছু বলেছ তাকে?

মজুমদার। বলব।

শশধর। আমি জানি, তুমি বলবে না। দেখো দাদা, এভাবে তুমি অলোকের সর্বনাশই করছ।

মজুমদার। আমি উপদেশ চাই না শশধর।

শশধর। কেউ অলোকের নামে কিছু বলুক—এটা তুমি সহ্য করতে পার না দাদা। নইলে কাল ঐ ছেলেটার দাদাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিতে না।

মজুমদার। ওকে যে পুলিশে দিই নি—সেটাই যথেষ্ট।

শশধর। তবু ছেলেকে শাসন করবে না!

মজুমদার। শশধর!

শশধর। মাঝে মাঝে ভুলে যাই দাদা, যে অলোকের ভাল-মন্দের কথা ভাবার দায়িত্ব শুধু তোমারই, আমার নয়।

[ভেতরে চলে যায়। গুরুদাস আসে।]

গুরুদাস। মিঃ মজুমদার!

মজুমদার। আসুন মাষ্টারমশাই!

গুরুদাস। আপনাকে অলোক সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছি।

মজুমদার। কথাগুলো কি খুবই জরুরী?

গুরুদাস। হ্যাঁ মিঃ মজুমদার, খুবই জরুরী। অলোক ইদানীং বড় উদ্ধত হয়ে উঠেছে।

মজুমদার। এর জন্যে ছুটে এসেছেন?

গুরুদাস। না। আপনি বোধহয় শুনেছেন—অলোক আমার ছাত্রের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে!

মজুমদার। হ্যাঁ, ও রকম একটা কেস কানে এসেছে। তবে ছেলেটি একেবারেই নির্দোষ—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গুরুদাস। ছাত্র আমার, আমি জানি—গায়ে পড়ে ঝগড়া করার ছেলে সে নয়। গালাগালি দেবার পাত্রও সে নয়।

মজুমদার। দেখুন, ছেলেমানুষেরা মারামারি করে—তা নিয়ে দরবার করতে আসা নিতান্তই অশোভন।

গুরুদাস। মিঃ মজুমদার অলোককে ঠিক অতটা ছেলেমানুষ ভাববেন না। তাছাড়া তার কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ কোনটাই ছেলেমানুষের মত নয়। বরং বলতে হয় বেশ অকালপক্ক ছেলের মত।

মজুমদার। বুদ্ধিমান হওয়া কি অকালপক্কতারই লক্ষণ?

গুরুদাস। ~~মিঃ মজুমদার~~, অলোক আমার ছাত্র, আপনি তার পিতা। তার শুভাশুভের দায়িত্ব আমাদের উভয়ের। এই যৌথ দায়িত্বের কথা মনে রেখে বলছি—অলোকের স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য কড়া শাসন দরকার।

মজুমদার। শাসন আর শাসন। আপনারা কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে করেন যে ছেলেকে কতটা আদর দিতে হবে, আর কতটা শাসন করতে হবে, তাও আপনাদের কাছে জেনে নিতে হবে?

গুরুদাস। ভুল বুঝবেন না মিঃ মজুমদার। আপনি বিদ্বান। সন্তান সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা সবারই থাকে, আপনারও আছে। আর একটু বেশী পরিমাণেই আছে। সেই দুর্ব্বলতা আপনাকে জয় করতে হবে। আর সেটাই হবে আপনার ছেলের মঙ্গলের কারণ।

মজুমদার। আমার ছেলের মঙ্গল চিন্তা আমাকেই করতে দিন। আপনি প্রাইভেট টিউটার, আপনার কাজ ছেলেকে পরীক্ষায় পাশ করানো, তার খবরদারি নয়।

গুরুদাস। আমি এভাবে ছাত্র পড়াই না মিঃ মজুমদার। পাঠ্য পুস্তক পড়ানোই শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়, ছাত্রের চরিত্র গঠনও তার কর্ত্তব্য।

মজুমদার। আপনাকে সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি। আপনি শুধু ওকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবেন, তাহলেই আমি খুসী হব।

গুরুদাস। প্রাইভেট টিউটার মাইনে করা গোলাম নয় মিঃ মজুমদার, যে মনিবকে খুশী করাই তার লক্ষ্য হবে। আমি আর আপনার ছেলেকে পড়াতে পারব না।

মজুমদার। পড়াতে পারবেন না?

গুরুদাস। না। পড়াশোনায় আপনার ছেলের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। তার পেছনে পরিশ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র। কিছুদিন ধরে কথাটা বলব ভেবেছিলাম, আজ প্রথম সুযোগে স্পষ্ট করেই বললাম।

মজুমদার। কিন্তু একটা ছাত্রের জন্য একশো টাকা আপনাকে কে দেবে?

গুরুদাস। আপনি মনে করেছেন—টাকার লোভেই আমি অলোককে পড়াই। ছাত্র পড়ানো আমার পেশা নয় নেশা। শিক্ষকতা আমার ব্যবসা নয়, ব্রত।

মজুমদার। গুরুদাসবাবু!

গুরুদাস। না। মিঃ মজুমদার, আপনার ওই অকালপক্ক ছেলেকে আর পড়াতে পারবো না। আপনি অন্য কোন টিউটার দেখুন।

মজুমদার। দাঁড়ান, আপনার এই কদিনের মাইনেটা নিয়ে যান।

গুরুদাস। মিঃ মজুমদার, জীবনে শুধু টাকাই চিনেছেন, মানুষ চেনার চোখ আপনার নেই। তাই ব্যাঙ্কে আপনার জমার ঘরে মোটা অংক, কিন্তু আসল জমার ঘর শূন্য—তার প্রমাণ আপনার ছেলে ওই অলোক।

[গুরুদাস চলে যায়। মিঃ মজুমদার গুম হয়ে বসে থাকে। শেঠজী আসে।]

শেঠজী। নমস্কার স্যার।

মজুমদার। কে? ও শেঠজী!

শেঠজী। কি হয়েছে স্যার? ভবিষ্যৎ ঠিক আছে ত?

মজুমদার। হ্যাঁ। কনস্ট্রাকশান কেমন চলছে?

শেঠজী। পুরাদমে চলছে স্যার।

মজুমদার। সময় মত কমপ্লিট হবে ত?

শেঠজী। জরুর।

মজুমদার। কাল ইনস্পেকশানে যাবো।

শেঠজী। কেনো কষ্ট করবেন স্যার?

মজুমদার। না, একবার যাওয়া দরকার।

শেঠজী। ঠিক আছে, যাবেন। কোন গলদ পাবেন না। [একটু থেমে] স্যার, একটা কথা—

মজুমদার। কি কথা?

শেঠজী। স্যার একটা বিল—

মজুমদার। বিল ত কালই পাশ করিয়ে দিলাম।

শেঠজী। স্যার, [গলা খাটো করে] এটা ফলস্ বিল।

মজুমদার। ফলস্ বিল!

শেঠজী। হ্যাঁ স্যার, ব্যবসা বড় মার খাচ্ছে। দুটো পয়সা লুটব বলেই ত ব্যবসায় নেমেছি। কিন্তু শুধু লোকসান স্যার, শুধু লোকসান। এ বিলটা পাশ করিয়ে না দিলে স্যার জানে বাঁচব না।

মজুমদার। তাবলে ফলস্ বিল! শেষে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

শেঠজী। কিচ্ছু হবে না স্যার, কেউ জানতে পারবে না। আপনি ডর পাবেন না স্যার। মেহেরবানি করে—

মজুমদার। কত টাকার বিল?

শেঠজী। দশহাজার টাকার!

মজুমদার। [চারিদিকে তাকিয়ে] আমার শেয়ার?

শেঠজী। তিন হাজার।

মজুমদার। মোটে!

শেঠজী। পাঁচ হাজার? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি?

মজুমদার। বিল কই?

শেঠজী। এই যে স্যার।

[বিলটা টেবিলের ওপর রাখে। মিঃ মজুমদার সই করে।]

মজুমদার। টাকা!

শেঠজী। [ব্যাগ খুলে কাগজে মোড়া টাকার বাণ্ডিল টেবিলে রাখে] এই যে স্যার, গুণে নিন।

মজুমদার। বসুন আসছি।

[টাকা নিয়ে উঠে যায়। শেঠজী বিল দেখতে থাকে। বিরিঞ্চি আসে।]

বিরিঞ্চি। ও শেঠজী,—

শেঠজী। [চমকে উঠে বিল পকেটে রাখে] কি বলছ?

বিরিঞ্চি। মিষ্টির হাঁড়ি কই?

শেঠজী। মেঠাই?

বিরিঞ্চি। হ্যাঁ, হাঁড়ি কই?

শেঠজী। আজ আনি নি।

বিরিঞ্চি। সেকি! খালি হাতে এলে বাবু ভয়ানক গোঁসা করে।

শেঠজী। সাব?

বিরিঞ্চি। সাব-মাভ্‌ বুঝি না। এবার থেকে যখনই আসবেন, মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে আসবেন।

[মিঃ মজুমদার ফিরে আসে।]

মজুমদার। তুই এখানে কেন?

বিরিঞ্চি। এমনি!

মজুমদার। ভেতরে যা।

বিরিঞ্চি। যাচ্ছি। [নীচু স্বরে] দেব ধোলাই।

[চলে যায়]

শেঠজী। চলি স্যার। নমস্কার!

[হন্তদন্ত হয়ে নেপাল আসে।]

নেপাল। স্যার, ভয়ানক কেলেঙ্কারি হয়েছে। একটা কোয়াটার ভেঙে পড়েছে।

মজুমদার। সেকি!

শেঠজী। কি বলছেন? কোয়াটার ভেঙে পড়বে কি করে?

নেপাল। কি করে ভেঙে পড়বে সে আপনিই জানেন। তবে ভেঙে পড়েছে—আমি দেখে এসেছি।

মজুমদার। শেঠজী!

শেঠজী। আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না স্যার। কি করে ভাঙল? কোন বদমাস আদমি জরুর শয়তানী করে ভেঙেছে। আমি এখনি যাচ্ছি স্যার।

নেপাল। কোথায় যাবেন? সেখানে প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেছে। মিস্তিরিদের কাজ করতে দিচ্ছে না।

মজুমদার। কাজ করতে দিচ্ছে না?

নেপাল। না স্যার, ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। আপনারা গেলে অসুবিধে হতে পারে।

মজুমদার। আশ্চর্য্য! কোয়াটার ভেঙে পড়েছে—সেটা আমরা বুঝব, এতে লোকের এত মাথাব্যথা কেন?

শেঠজী। মিস্তিরিদের কাম করতে না দিলে কি করে চলবে স্যার?

মজুমদার। হুঁ!

নেপাল। এ সব ঐ শেখরের উসকুনি স্যার। সেই ছোঁড়াই সবাইকে ডেকে জড়ো করেছে, মিস্তিরিদের কাজে বাধা দিতে বলেছে।

মজুমদার। এখানেও সে? কি ভেবেছে সে? আমার এস্‌টেটে বাস করে, আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে। আমারই ষ্টাফের ছেলে হয়ে আমার সঙ্গে লড়তে চায়!

নেপাল। বদ ছেলে স্যার, বড় বদ ছেলে! আর হবে নাই বা কেন? ওর বাপটা যেমন শয়তান, তেমনি বজ্জাত।

মজুমদার। শয়তানী হুদিনে ঘুঁচিয়ে দেবো। বুঝিয়ে দেবো যে, আমার সঙ্গে লড়তে হলে তার দাম দিতে হয়।

শেঠজী। একটা ব্যবস্থা করুন স্যার। মিস্তিরি লোক বসে আছে। আমাকে পুরো মজুরি দিতে হবে।

মজুমদার। তখন ত বলেছিলুম, ভালো মেটিরিয়াল দেবেন। আপনি কি আমার কথা শুনেছেন?

শেঠজী। কি বলছেন স্যার? এর চেয়ে ভাল মেটিরিয়ালস্‌ কি ইণ্ডিয়াতে আছে?

মজুমদার। তবে বাড়ী ভেঙে পড়ল কেন?

শেঠজী। আমার নসিব স্যার।

নেপাল। আপনার নসিব খুব খারাপ শেঠজী। ওরা আপনার সিমেণ্ট আটক করেছে! এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চে খবর দিয়েছে।

শেঠজী। অ্যাঁ!

নেপাল। এতক্ষণে বোধহয় পুলিশ এসে গেছে।

শেঠজী। হায় রামজী! স্যার, মুস্কিল আসান করুন। রাজস্থানের গরীব আদমি আমি, একদম ভূখায় মরে যাবো।

মজুমদার। দাঁড়ান। ও-সিকে ফোন করে আসি।

[ভেতরে যায়]

শেঠজী। হায় রামজী!

নেপাল। শেঠজী, আপনার সিমেণ্ট কি পুরোটাই গঙ্গামাটি না কিছুটা আসল আছে?

শেঠজী। কি বলছেন আপনি! আমি ওসব জাল জুয়াচোরি জানি না।

নেপাল। সে ত বাংলা দেশের সবাই জানে। কিন্তু কথা হচ্ছে—বাড়ীটা তাহলে ভেঙে পড়ল কি করে?

শেঠজী। কোন শালা জরুর বদমাসি করেছে।

নেপাল। আসল কথাটা কি বলুন।

শেঠজী। থামুন মশাই। এত লোকসান গেল, তার ওপর এত হুজ্জুৎ। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে আর আপনি কেবল বক বক—

[ফিরে আসে মিঃ মজুমদার।]

মজুমদার। ও-সিকে এখানে আসতে বললাম।

শেঠজী। আমি বাসায় যাচ্ছি স্যার। মগর পুলিশকে কিছু—বুঝতেই ত পারছেন স্যার। পুলিশ এলে আমাকে ফোন করবেন।

[চলে যায়।]

নেপাল। শেখরকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার স্যার। ছোঁড়া বড় তেলিয়েছে।

মজুমদার। দেবো, ভাল করে শিক্ষা দেবো, এ জীবনে আর আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস না পায়।

[অলোক আসে। মাথায় রক্ত লেগে আছে।]

অলোক। বাবা!

মজুমদার। একি! মাথায় রক্ত কেন? কি হয়েছে তোমার?

অলোক। শেখর মেরেছে।

মজুমদার।
নেপাল। } মেরেছে!

অলোক। মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পালিয়ে না এলে বোধহয় খুনই করত।

নেপাল। ছি-ছি-ছি! দামড়া ছেলে, বাচ্চাছেলেকে এমন করে মারে! ছি-ছি-ছি!

মজুমদার। কি করেছিলে তুমি?

অলোক। কিছুই করি নি।

মজুমদার। কিছু বলেছিলে?

অলোক। না ত।

নেপাল। শেখরকে কিছু বলতে হয় না স্যার! ও অমনিই সবাইকে তেড়ে যায়। এক নম্বরের গুণ্ডা স্যার, এক নম্বরের গুণ্ডা! দিন না গুণ্ডা য়্যাক্টে ফেলে।

অলোক। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর কথা নেই বার্ত্তা নেই, ঘুঁষির পর ঘুঁষি। উঃ!

[মাথায় হাত দেয়]

মজুমদার। এত সাহস! এত সাহস বেড়েছে শেখর পালের! আমার ছেলের গায়ে হাত তোলে?

অলোক। আর কি অশ্রাব্য গালাগাল! আমাকে ত যা তা বললে, তোমাকে পর্য্যন্ত বাদ দিলে না।

নেপাল। তুমি কিছু বললে না?

অলোক। না। আঃ!

মজুমদার। এ গুণ্ডামি আমি কিছুতেই সহ্য করব না। শেখর পালের ব্যবস্থা ত করবই তার বাপটাকেও বুঝিয়ে দেবো—ছেলেকে সংযত না রাখলে তার কি ফল পেতে হয়!

নেপাল। এ সব ঐ শুভময়ের উসকুনি স্যার। ওই ছেলেকে লেলিয়ে দিয়েছে। ও সাপ হয়ে কামড়ায়, ওঝা হয়ে ঝাড়ে। দেখবেন স্যার, ভালমানুষ সাজতে ছুটে এল বলে।

মজুমদার। অত সহজে আমি ভুলব না। শেখর পালের শয়তানী হয়তবা ক্ষমা করতাম, কিন্তু এ গুণ্ডামি আমি ক্ষমা করব না।

অলোক। বাবা!

[চেয়ারে বসে]

মজুমদার। কি হল অলোক? ব্যথা হচ্ছে?

[অলোকের মাথায় হাত বোলায়]

অলোক। মাথাটা খসে যাচ্ছে!

মজুমদার। নেপালবাবু,—

নেপাল। এই যে স্যার।

[দৌড়ে কাছে যায়]

মজুমদার। শীগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে আসুন।

নেপাল। যাচ্ছি স্যার।

[দৌড়ে চলে যায়]

মজুমদার। শশধর! শশধর!

[শশধর আসে।]

শশধর। ডাকছ দাদা!

মজুমদার। হ্যাঁ, অলোককে ভেতরে নিয়ে যাও।

শশধর। কি হয়েছে? মাথা ফাটল কি করে?

[অলোকের মাথায় হাত দেয়।]

মজুমদার। শুভময়ের ছেলে ওকে মেরেছে।

শশধর। কেন?

মজুমদার। কেন আবার? এমনি। গুণ্ডামিই ত ওর কাজ। তার জন্য অজুহাত দরকার হয় না।

শশধর। শুধু শুধুই মারলে?

অলোক। বিশ্বাস হচ্ছে না?

শশধর। অবিশ্বাসের কথা নয়! তবে বেছে বেছে তোমাকেই বা মারলে কেন? সেটাই ভাববার কথা। ঝগড়া করতে যাও নি ত?

মজুমদার। বললেই কি তুমি বিশ্বাস করবে?

শশধর। উত্তর দিয়ে কিছু লাভ নেই দাদা। এখনো সাবধান হও, নইলে ভবিষ্যতে আরো গুরুতর পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়ার সবাই মুখ বুজে সহ্য করবে না।

মজুমদার। বক্তৃতা শুনতে চাই না।

শশধর। চল অলোক।

[অলোককে নিয়ে ভেতরে চলে যাবে, এমন সময় দারোগা আসে। ওরা ফিরে দাঁড়ায়।]

মজুমদার। আসুন মিঃ দত্ত!

দারোগা। বলুন মিঃ মজুমদার! আপনার জন্যে কি করতে পারি?

মজুমদার। শেখর পাল আমার ছেলেকে মেরেছে।

দারোগা। শেখর পাল? মানে, যার কথা আপনি টেলিফোনে বলেছিলেন?

মজুমদার। হ্যাঁ। এ তারই অপকীর্তি? শুধু শয়তানী নয় গুণ্ডামিতেও সে সমান দক্ষ।

দারোগা। কি করেছিল আপনার ছেলে?

মজুমদার। কিছুই না। বিনা প্ররোচনায় মেরেছে। সাংঘাতিক আঘাত লেগেছে।

দারোগা। হুঁ! ডাক্তারবাবুকে পুলিশ রিপোর্ট করতে বলবেন। যান শশধরবাবু, ওকে নিয়ে যান।

[শশধর অলোককে নিয়ে চলে যায়]

মজুমদার। মিঃ দত্ত, এর প্রতিকার চাই।

দারোগা। নিশ্চয়ই।

মজুমদার। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কি ব্যবস্থা— আশা করি বুঝতে পারছেন।

দারোগা। পারছি। কিন্তু—

মজুমদার। কোন কিন্তু নয় মিঃ দত্ত। এ আপনাকে করতেই হবে। এর জন্য যদি—

দারোগা। আপনি যখন বলছেন, তখন ব্যবস্থা একটা হবেই মিঃ মজুমদার। আপনার কথা কখনো ফেলতে পারি? না ফেলেছি কোনদিন? আচ্ছা চলুন, আগে আপনার কোয়াটারের ঝামেলা মিটিয়ে আসি।

মজুমদার। চলুন।

[শুভময় আসে।]

শুভময়। স্যার!

মজুমদার। আপনি!

শুভময়। স্যার!

[মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে]

দারোগা। শেখর আপনার ছেলে?

শুভময়। হ্যাঁ।

মজুমদার। কি চান?

শুভময়। স্যার! ছেলেটা একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছে।

মজুমদার। যখন কচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন? বাধা দিতে পারেন নি? কোয়াটার ভেঙে পড়েছে বলে লোক ক্ষেপাতে গিয়েছিলো, বারণ করতে পারেন নি?

শুভময়। করেছিলাম স্যার,—শুনলে না? বাধাও দিয়েছিলাম মানলে না।

মজুমদার। লজ্জা করে না—নিজের ছেলেকে সামলাতে পারেন না?

শুভময়। লজ্জা-শরম সব বিসর্জ্জন দিয়েছি স্যার। তবু ছেলেকে সামলাতে পারি নি। আমার কোন কথাই ও শোনে না!

মজুমদার। বেত মারলেই শুনবে।

শুভময়। সে দিন আর নেই স্যার। আপনি কি পারবেন আপনার ছেলেকে বেত মারতে?

মজুমদার। দোষ করলে নিশ্চয়ই পারব।

শুভময়। আপনি শক্তিমান, হয়ত সে ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু আমার নেই।

মজুমদার। নেই যখন, তখন আপনার ছেলেকে শায়েস্তা করার ভার আমরাই নিলাম।

শুভময়। এবারের মত মাপ করুন স্যার। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করবে না।

মজুমদার। কে মানছে আপনার কথা?

দারোগা। নিজেই ত বললেন—ছেলে আপনাকে মানে না। তাহলে কথা দিচ্ছেন কি করে?

শুভময়। ছেলেকে এখানে রাখবো না স্যার, মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

মজুমদার। না—না, সে যা করেছে, তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

শুভময়। মাপ চাইছি স্যার। [হাতজোড় করে]

মজুমদার। মাপ চাইতে এসেছেন, কিন্তু আপনার ছেলেটি কোথায়?

[শেখর আসে। মাথা উঁচু করে।]

শেখর। সম্মুখে।

দারোগা। তুমিই শেখর পাল?

শেখর। হ্যাঁ!

[মিঃ মজুমদার শেখরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।]

মজুমদার। আমার সামনে আসতে তোমার সাহস হল?

শেখর। না হবার কোন কারণ নেই। আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

মজুমদার। চোপরাও শয়তান!

শেখর। ধমকাবেন না। ভুলে যাচ্ছেন, আমি আপনার বেতনভোগী ভৃত্য নই।

মজুমদার। কোয়ার্টার ভেঙে পড়েছে বলে তুমি লোক জড়ো করে মিস্তিরিদের কাজে বাধা দিয়েছো?

শেখর। দিয়েছি। তবে মিস্তিরিদের গায়ে হাত তুলতেও বারণ করেছি।

মজুমদার। জানো, এটা বে-আইনি?

শেখর। না।

মজুমদার। এত সাহস তোমার!

শেখর। আমার সাহস চিরদিনই বেশী।

মজুমদার। কিন্তু কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলেছে?

শেখর। কেউ না।

দারোগা। তাহলে স্বীকার কচ্ছো, তুমি অন্যায় করেছো?

শেখর। না। অন্যায় আমি করি নি।

শুভময়। শেখর! অন্যায় স্বীকার কর।

শেখর। যা করি নি, তা স্বীকারও করব না।

মজুমদার। তুমি অলোককে মেরেছ?

শেখর। মেরেছি।

দারোগা। বিনা কারণে মেরেছ?

শেখর। না। মুখখিস্তি করেছিল।

মজুমদার। মিথ্যা কথা।

শেখর। মিথ্যে বলতে আপনারাই অভ্যস্ত—আমরা নই!

মজুমদার। সাট আপ রাস্কেল!

শেখর। আপনার যোগ্য ব্যবহার!

শুভময়। শেখর! কথা শোন। অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চা।

শেখর। কার কাছে ক্ষমা চাইব? এরা কি মানুষ?

দারোগা। বটে! কনেষ্টবল,—

[কনেষ্টবল আসে।]

কনেষ্টবল। স্যার!

দারোগা। হাতকড়া লাগাও। কোমরে দড়ি বাঁধ।

শুভময়। কি বলছেন দারোগাবাবু!

দারোগা। লাগাও।

[কনেষ্টবল শেখরকে হাতকড়া লাগায় ও কোমরে দড়ি বাঁধে।]

শেখর। অপরাধটা জানতে পারি?

মজুমদার। অপরাধ জান না? মিস্তিরিদের বেআইনিভাবে কাজে বাধা দিয়েছ।

শেখর। গঙ্গামাটি দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে বাধা দিয়েছি, সেটাই আমার অপরাধ?

দারোগা। অলোককে মেরেছ, তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ।

শেখর। ও! কিন্তু অলোক যখন আমার ভাইয়ের মাথা ফাটিয়েছিল, তখন ত তাকে এ্যারেষ্ট করেন নি দারোগাবাবু?

দারোগা। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব না।

শেখর। কারণটা আমিই বলছি—অলোক ম্যানেজারের ছেলে। টাকার জোরে সব দোষ ঢাকা পড়ে যায়—তাই না দারোগাবাবু?

দারোগা। ~~চোপরাও বদমায়েস~~!

শেখর। কেন চুপ করব? কেন একই অপরাধ করে একজন বুকটান করে ঘুরে বেড়ায়, আর একজনের হাতে হাতকড়া পড়ে? কোন আইনে আছে এই পৃথক ব্যবস্থা? কে দিয়েছে এ আদেশ?

দারোগা। নিয়ে যাও। লক-আপে পুরে রাখ।

শুভময়। না—না। দারোগাবাবু,—

দারোগা। নিয়ে যাও।

[কনেষ্টবল শেখরকে ধরে টানে]

মজুমদার। যাও, লক-আপে বসে আরাম করো গে যাও।

শেখর। খুব খুশী, না ম্যানেজার সায়েব? কিন্তু অতটা খুশী

হবেন না। চিরকাল আমি জেলে থাকব না; আবার আসব আমি। আবার দেখা হবে। চিরদিন উঁচুতলার মানুষেরা, একচেটিয়া সুবিধা ভোগীরা এমনি করে গরীবের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এসেছে আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে ম্যানেজার সায়েব, ঘুম আমাদের ভেঙেছে। দিন বদলের পালায় এবার আপনাদের দাম দেবার দিন আসছে। প্রস্তুত থাকুন।

কনেষ্টবল। চল।

[শেখরকে টানে]

শুভময়। শেখর!

শেখর। যাও বাবা, যাও। কদিন আমাকে আটকে রাখতে পারবে? আবার আমি ফিরব। ততদিন সাবধানে থেকো।

[কনেষ্টবলের সঙ্গে এগোয়]

শুভময়। স্যার, দয়া করুন স্যার। ছেলেটাকে বাঁচান। আপনার পায়ে ধরছি স্যার।

[মিঃ মজুমদারের পায়ে ধরতে যায়]

মজুমদার। সরে যান।

[শুভময় পা ধরবার আগেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, শুভময় টাল সামলাতে না পেরে পরে যায়।]

শুভময়। আঃ!

[শেখর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়, দুচোখে আগুন জ্বলে ওঠে।]

শেখর। ওঃ! এও দেখতে হল!

মজুমদার। আরও দেখতে হবে।

শেখর। কি বলব আপনাকে? আপনার ভাগ্য ভাল, তাই আমার হাত দুটো বাঁধা। নইলে যে পা আপনি বাবার গায়ে

তুলেছেন, আপনার সেই পা দুটো আমি জন্মের মত খোঁড়া করে দিতাম।

মজুমদার। বেরিয়ে যাও শয়তান।

শেখর। শয়তান আমি নই, শয়তান আপনি আর আপনার মিতারা। কি ভেবেছেন আপনি? এমনি ভাবেই দিন যাবে, না? ভেবেছেন, আপনার একটা চুলও কেউ ছুঁতে পারবে না, না? কিন্তু যা ভেবেছেন তা ঠিক নয়। আমি ফিরে আসি, সব কিছু কড়ায় গণ্ডায় শোধ দেব। এ শয়তানীর শোধ আমি নেব, নইলে আমি মানুষের সন্তান নই।

দারোগা। নিয়ে যাও।

[কনেষ্টবল শেখরকে নিয়ে যায়। শুভময় অসহায়ভাবে দেখে।]

মজুমদার। চলুন মিঃ দত্ত, এবার কোয়াটার দেখতে যাই।

দারোগা। চলুন।

মজুমদার। দাঁড়ান, শেঠজীকে একটা ফোন করি।

[ভেতরের দিকে এগোয়। শুভময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।]

[পর্দা]

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[শুভময়ের বাড়ী। শুভময় ভেতর থেকে আসে। হাতে একছড়া হার। হারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বাইরে গুরুদাসের গলা শোনা যায়,—"সন্তোষ"।]

শুভময়। আসুন মাষ্টারমশায়!

[হারটা পকেটে রেখে দেয়। গুরুদাস আসে।]

গুরুদাস। সন্তোষ কোথায়? সকালে আসতে পারি নি, তাই রাত্রেই এলাম।

শুভময়। সন্তোষ! সন্তোষ!

[শুভময় কি যেন বলতে চায়, কথা আটকে যায়।]

গুরুদাস। কি হয়েছে শুভময়বাবু? আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? আমি ত বলেছি, আমি এমনিই সন্তোষকে পড়াব, টাকা আপনাকে দিতে হবে না।

শুভময়। মাষ্টারমশাই! সন্তোষকে চায়ের দোকানে কাজ করতে পাঠিয়েছি।

গুরুদাস। কি বলছেন?

শুভময়। হ্যাঁ মাষ্টারমশাই। সংসার অচল হয়ে পড়েছে। আমার ত কোন কাজ নেই। তবু যদি চায়ের দোকানে কাজ করে দুটো পয়সা আনতে পারে—

গুরুদাস। এমন অবস্থা?

শুভময়। দুমাস চাকরি নেই। টাকা-পয়সা যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। আপনার কাছে লুকোবার কিছু নেই। ঘরের বাসন-কোসন বিক্রি করে দিন চলছে।

গুরুদাস। মিঃ মজুমদার আপনার ওপর অবিচার করেছেন। আপনাকে বরখাস্ত করা যেমন নিষ্ঠুরতা, তেমনি জঘন্য অপরাধ! শেখরের ওপর প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে এমন একটা নীচতা দেখানো তাঁর মত মর্য্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষে মোটেই শোভনীয় হয় নি।

শুভময়। তাঁর দোষ দিই না মাষ্টারমশাই। দোষ শেখরের। কেন সে সায়েবের সঙ্গে লাগতে গেল? শেখরকে বারবার সাবধান করেছি—আমি টেম্পোরারি স্টাফ, আমার চাকরি সায়েবের হাতে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে। অপদার্থ ছেলে কোন কথাই শুনলে না। নিজেও জেলে গেল, আমারও সর্ব্বনাশ করে গেল।

গুরুদাস। তিনমাস ত কেটে গেছে। শেখর কবে ছাড়া পাবে?

শুভময়। দু-তিন দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। সঠিক বলতে পারছি না। দিন সাতেকের মধ্যে আর দেখা করতে যাই নি। যেতেও ইচ্ছে করে না। আর কোন বাপ হলে ওর মুখ দেখত না।

গুরুদাস। আপনার রাগের কারণ বুঝি শুভময়বাবু। কিন্তু শেখর কোন অন্যায় করে নি। মিঃ মজুমদারের স্বেচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতির প্রতিবাদ করে সে ঠিক কাজই করেছে। অবশ্য প্রতিবাদ জানাবার যে পথটা সে বেছে নিয়েছে, সেটা আমি সমর্থন করি না। তবে তার বয়সের কথা বিবেচনা করলে, এটা মারাত্মক দোষও বলা যায় না।

শুভময়। প্রতিবাদ জানাবার অন্য লোক ছিল, তার অত মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। উপরের মানুষ চিরদিনই নীচু তলার মানুষের ওপর অবিচার করেছে, আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি।

এ নিয়ম যে উল্টে দিতে গেছে সেই হেরেছে। এসব জেনেও কেন সে এগিয়ে গেল। তার কি উচিত ছিল না আমার কথাটা ভাবা। সে কি জানে না যে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। এমনি করেই সে আমার সব আশার সমাধি দিয়ে গেল।

গুরুদাস। শুভময়বাবু, এ জগতে সবাই বাঁধা ছকে চলে না। আর তারা ভাঙে অনেক সত্যি, কিন্তু গড়েও অনেক কিছু। শেখর এদেরই একজন। ওকে আপনি ভুল বুঝবেন না।

শুভময়। আপনার কথা আমি মানি মাষ্টারমশাই। কিন্তু অভাবের তাড়নায় যখন অস্থির হয়ে উঠি, তখন সমস্ত রাগটা ওর ওপরই পড়ে।

গুরুদাস। যাক, অভিশপ্ত দিনগুলো কেটে গেছে। এবার শেখর এলে সে-ই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নেবে।

শুভময়। সে ত অনাগত ভবিষ্যত। আপাততঃ কিছু টাকা চাই, ঘরে একটা পয়সা নেই। স্যাঁকরার কাছে যাচ্ছিলাম হারটা বাঁধা রাখতে।

[হার বার করে]

গুরুদাস। শুভময়বাবু!

শুভময়। শেখরের মাকে যেদিন ঘরে এনেছিলুম, সেদিন থেকে গলায় এটা ছিল। অনেক অভাব অনেক অনটনের সঙ্গে লড়াই করেছি কিন্তু আজ আমি হেরে গেছি, সব পথ রুদ্ধ।

গুরুদাস। শুভময়বাবু, হার আপনি রেখে দিন। আর এই পনেরোটা টাকা নিন। আপাততঃ এতেই চালান।

[গুরুদাস টাকা বার করে]

শুভময়। মাষ্টারমশাই!

গুরুদাস। লজ্জার কিছু নেই শুভময়বাবু। আজ আপনার দুর্দ্দিন। সুদিন এলে আপনার কাছেই আমাকে হাত পাততে হবে। ধরুন!

[[redacted]]

শুভময়। আপনার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না মাষ্টারমশাই।

গুরুদাস। বেশ ত, পরের জন্মেই না হয় শোধ দেবেন। যান, হারটা রেখে আসুন।

[শুভময় ভেতরে চলে যায়। শেখর আসে। চুলগুলো উসকো-খুসকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। চোখে অস্থিরতা।]

শেখর। মাষ্টারমশাই!

গুরুদাস। শেখর! এস, এস। এত রাত কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

শেখর। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি।

গুরুদাস। পাগল! বাড়ী-ঘর থাকতে কেউ রাস্তায় ঘোরে?

শেখর। বাবা আমার উপর অসন্তুষ্ট। বাড়ীতে আসব কি না ভাবছিলাম।

গুরুদাস। ভুল বুঝো না শেখর। তুমি বুদ্ধিমান, সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখো।

শেখর। কিন্তু আপনার মুখে একটা কথার উত্তর শুনতে চাই মাষ্টারমশাই।

গুরুদাস। কি?

শেখর। যে লোক মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না, টাকার জোরে যা খুসী করে যায়—তার কাজের প্রতিবাদ করা কি অন্যায়?

গুরুদাস। নিশ্চয়ই না। অন্যায় সহ্য করাই অন্যায়। সেদিক

থেকে তুমি ঠিকই করেছো। কিন্তু বাবা, আইন নিজের হাতে নেওয়া উচিত হয় নি।

শেখর। আইন! মাষ্টারমশাই! আপনিই ত পড়িয়েছেন—বঙ্কিম-চন্দ্র বলেছেন আইন তামাসা মাত্র! বড়লোক পয়সা খরচ করে দেখে?

গুরুদাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু একথা ত বলেন নি—নিজের হাতে আইন নিয়ে নাও।

শেখর। কিন্তু আইন মেনে ত এতকাল চলল মাষ্টারমশাই—কি সমাধান হয়েছে? যারা ধনী, তারা আরো ধনী হয়েছে, যারা গরীব, তারা আরও গরীব হয়েছে। চিরকাল ওদের হাতে আমরা মার খেয়ে এসেছি। আইন কি তার প্রতিকার করতে পেরেছে মাষ্টারমশাই?

গুরুদাস। হয়ত পারে নি। কিন্তু কিছু করতে হলে আইন শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য রেখেই করতে হবে বাবা।

শেখর। ওতে পরিবর্ত্তন আসবে না মাষ্টারমশাই। আমাদের সোজা পথই ধরতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত নিতে হবে। হিংসার বদলে প্রতিহিংসা নিতে হবে।

গুরুদাস। ওতে সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বাবা।

শেখর। পড়ুক। ঘূণ ধরা সমাজ ভেঙে যাওয়াই ভাল।

গুরুদাস। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করো।

শেখর। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে মাষ্টারমশাই। পথও সোজা। ম্যানেজার সায়েবের এই অত্যাচারের শোধ আমি নেবই।

গুরুদাস। উত্তেজিত হচ্ছো?

শেখর। জানি মাষ্টারমশাই, আমার অবাধ্যতায় আপনি অসন্তুষ্ট। কিন্তু এ অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করতে পাচ্ছি না।

শুরুদাস। তোমার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি শেখর! কথা শোন—ঝোঁকের মাথায় অঘটন ঘটিয়ে বুসো না।

[চলে যায়। শেখর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাবাকে ডাকে।]

শেখর। বাবা!

[বেরিয়ে আসে শুভময়।]

শুভময়। তুই!

শেখর। ভেবেছিলাম আর ফিরব না। সারাদিন পথে পথে ঘুরেছি।

শুভময়। সারাদিন তাহলে খাসনি?

শেখর। খেয়েছি বাবা। জেলে যাবার সময় পকেটে কিছু পয়সা ছিল।

শুভময়। আবার কবে জেলে যাবি?

শেখর। জেলে আমি সখ করে যাই নি বাবা।

শুভময়। একে সখ করে যাওয়াই বলে। ম্যানেজারের সঙ্গে লড়তে হলে যে জেলে যেতে হবে—এ কথা সবাই জানে!

শেখর। আমিও জানতাম। কিন্তু ম্যানেজারের স্বেচ্ছাচার সহ্য করতে পারিনি।

শুভময়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছিস?

শেখর। আর ওসব কথা ভাল লাগছে না বাবা।

শুভময়। বুঝেছি। স্বভাব বদলায় না। তোকে এখানে থাকতে হবে না। মামার বাড়ী চলে যা।

শেখর। কি বলছ বাবা? পরের বাড়ী গিয়ে থাকব?

শুভময়। উপায় নেই? তোকে এখানে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না। একবার জেল খেটে এসেছিস এবার ফাঁসিকাঠে ঝুলবি।

শেখর। কথা দিচ্ছি বাবা, কোন ব্যাপারেই আমি আর নাক গলাবো না। কে কোথায় কি করল, কার উপর জুলুম হল, আমি আর দেখতে যাব না। আমি ঘরে থাকব, তুমি যা বলবে, তাই শুনব। কিন্তু—

শুভময়। কিন্তু কি?

শেখর। ঐ ম্যানেজারকে একবার দেখবো।

শুভময়। একবার দেখেও সখ মেটেনি?

শেখর। না। জেল খাটলেই সখ মেটে না।

শুভময়। শেখর!

শেখর। লোকটা তোষামোদ পেতে অভ্যস্ত। ভেবেছে আমরা ভেড়ার জাত। সেটাই ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে আমরা ভেড়া নই, মানুষ। অপমান আমাদেরও গায়ে বেঁধে, ঘা খেলে আমাদেরও রক্ত ফোটে। আঘাতের বিনিময়ে প্রতিঘাত দিতে আমরাও জানি।

শুভময়। চুপ কর্,—চুপ কর্। এসব শুনলে ভয় লাগে। যা হবার হয়ে গেছে আর জের টানতে হবে না।

শেখর। মাপ করো বাবা, এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব।

শুভময়। কি করবি? কি ক্ষমতা আছে তোর? সায়েবের গায়ে কাঁটার আচড় দিতে পারবি? উল্টে নিজে মরবি, আমাকেও মারবি।

শেখর। মরেই ত আছি বাবা। এই কি বাঁচা? বাঁচতে যদি হয় মানুষের মতই বাঁচব, পশুর মত বাঁচতে চাই না।

শুভময়। এসব মতলব ছাড়্ শেখর। আমার কথা শোন।

শেখর। আমি ত বলেছি, তোমার কথাই শুনব। তার আগে ঐ ম্যানেজারের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করব।

[ভেতরে চলে যায়। শুভময় অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। নেপাল আসে।]

নেপাল। কেমন আছো শুভময়?

শুভময়। হঠাৎ কি মনে করে?

নেপাল। আর বলো না ভাই। শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে।

শুভময়। ওঃ!

নেপাল। আসব, আসব, করে আর আসাই হয় না। ভাবলাম আজ একবার ঘুরেই আসি। আচ্ছা, শেখরকে যেন আসতে দেখলাম।

শুভময়। কি জানি?

নেপাল। তাহলে ভুল দেখলাম?

শুভময়। তুমিই জানো।

নেপাল। আজ না আসুক কাল ত আসবেই। তার জন্য কিছু নয়। কথাটা হচ্ছে—ছেলেকে তুমি মামার বাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও শুভময়।

শুভময়। কেন? মামার বাড়ী পাঠাবো কেন? এখানেই থাকবে।

নেপাল। আহা, সে ত ভাল কথা। নিজেদের বাড়ীতে থাকবে, সে ত সুখের কথা। তবে কথা হচ্ছে—ছেলের স্বভাব ত ভাল নয়। এখানে থাকলে হাঙ্গামা হুজ্জোত বাধাবে।

শুভময়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে যদি হাঙ্গামা হয়, হবে? তাতে যদি জেলে যেতে হয়, যাবে।

নেপাল। বলো কি হে? তুমিও যে দেখছি ছেলের বুলি আওড়াচ্ছ

শুভময়। কথাটা পছন্দ হল না?

নেপাল। অপছন্দের কথা নয়। চাকরি—বাকরি খুইয়েছ-

শুভময়। তার জন্য তুমিই দায়ী।

নেপাল। আমি?

শুভময়। হ্যাঁ—তুমি। আমি সব জানি। সায়েবের কানে তুমি আমার নামে মন্ত্রণা দিয়েছ। সায়েব যত না জানত, তার চেয়ে বেশী ক্ষেপিয়েছ তুমি।

নেপাল। বাঃ। সব দোষই আমার। তোমার ছেলে সায়েবকে চোখ রাঙালো, তার ছেলের মাথা ফাটালো সেগুলো বুঝি কিছু নয়!

শুভময়। বেশ করেছে। দরকার হলে আবার করবে।

নেপাল। করবে না? গুণ্ডা যে! তবে করে দেখুক—আগের বার জেল হয়েছে, এবাব ফাঁসির দাড়ি পরতে হবে।

শুভময়। আর একটা কথা বললে আমিই তোমার মাথা নেব। যাও, বেরিয়ে যাও। সায়েবের পা-চাটা কুকুর।

নেপাল। কি? আমি সায়েবের পা—

শুভময়। বেরোও।

[তেড়ে যায়। নেপাল পালিয়ে যায়। শেখর বেরিয়ে আসে।]

শেখর। বাবা, সন্তোষ কোথায়?

[সন্তোষ আসে।]

সন্তোষ। দাদা!

[শেখরকে জড়িয়ে ধরে]

শেখর। কি দেখছিস?

সন্তোষ। তোমাকে কেমন লাগছে?

শেখর। কেমন?

সন্তোষ। কি জানি—কেমন মনে হচ্ছে।

শেখর। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি?

সন্তোষ। বারে, চায়ের দোকানে কাজ করি, জান না?

শেখর। চায়ের দোকানে কাজ করিস? বাবা!

শুভময়। হ্যাঁ, আমিই ওকে কাজে ঢুকিয়েছি।

শেখর। আমি আসায় সংসারের অভাব কি এতই বেড়ে গেছে?

সন্তোষ। বাবার চাকরি নেই।

শেখর। চাকরি নেই!

শুভময়। না। তুই জেলে যাওয়ার পরই আমার চাকরি গেল।

শেখর। কি দোষে গেল? কি অপরাধ করেছিলে তুমি?

শুভময়। কিছুই না। মিথ্যে চার্জ্জশিট দিয়ে তাড়ালো!

শেখর। কিন্তু এসব কথা আমাকে ত বল নি।

শুভময়। বললে কি হত? প্রতিকার করতে পারতিস? এ যে হবে, সে ত জানা ছিল। তুই যখন সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করলি, তখনই বুঝেছিলাম, সর্ব্বনাশ হতে আর দেরী নেই।

শেখর। ঝগড়া করলে আমি করেছি। তার বিরুদ্ধে যা কিছু করার সেও আমিই করেছি। তুমি ত কোন দোষ কর নি। দোষে তোমার চাকরি গেল!

শুভময়। তোর বাপ হওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে।

শেখর। এটা কি মগের মুল্লুক?

[শেখর খুব উত্তেজিত]

শুভময়। ক্ষমতা থাকলেই করে।

শেখর। কেউ প্রতিবাদ করলে না? কেউ বললে না যে এটা অন্যায়, এটা বন্ধ করতে হবে?

শুভময়। বলেছিলেন শুধু মাষ্টারমশাই।

শেখর। আর সবাই চুপ করে দেখলে? ইউনিয়ানের পাণ্ডারা কোথায় ছিল?

শুভময়। আমি ত কোন ইউনিয়ানের মেম্বার নই।

সন্তোষ। জানো দাদা, অলোকদা না রাস্তায় দেখা হলেই টিট-কারি মারে। সেদিন ত বাসায় এসে বাবাকে পর্য্যন্ত টিটকারি দিয়ে গেছে।

শুভময়। দেবেই ত। ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে টিটকারি দেবে না?

শেখর। বাবা, সংসার কি করে চলছে?

শুভময়। ঘটি-বাটি বেচে। তাতেই কি চলে? আধপেটা খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। কোনদিন একবেলা জোটে, কোনদিন জোটে না। ক্ষিদের জ্বালায় সন্তোষ কাঁদে, আমি শুধু চেয়ে দেখি, আর অদৃষ্টের দোহাই দিই।

শেখর। ওঃ!

শুভময়। কত আশা ছিল ছেলে মানুষ হয়েছে, এবার আমার দুঃখ ঘুচবে, এমনি করেই দুঃখ ঘোচালি শেখর!

শেখর। আমি চললাম বাবা।

[শেখর এগোয়, শুভময় তার হাত ধরে]

শুভময়। কোথায় যাচ্ছিস?

শেখর। জাহান্নামে।

[শেখরকে পাগলের মত দেখায়]

শুভময়। শেখর!

শেখর। ছেড়ে দাও।

[শুভময়কে ধাক্কা দেয়, সে পড়ে যায়।]

সন্তোষ। দাদা!

[শেখরের হাত ধরে]

শেখর। ছেড়ে দে।

[সন্তোষকে ধাক্কা মেরে চলে যায়, সন্তোষ ছিটকে পড়ে।]

[পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মিঃ মজুমদারের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। দেওয়ালের এক কোণে একটি হাণ্টার ঝোলানো। টেবিলে কাগজ-পত্র। এক পাশে একটি বোতল। তাহাতে মদ ছিল। মিঃ মজুমদার বসে আছে। খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে। একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে। বিরিঞ্চি আসে। সে খুব রেগেছে।]

বিরিঞ্চি। বাবু—বাবু, বিচার করুন, দাদাবাবু আমাকে মেরেছে।

[অলোক আসে।]

অলোক। মিথ্যা কথা।

বিরিঞ্চি। না বাবু, না। আমি যদি মিথ্যে বলি ত আমার জিভ খসে যাবে।

অলোক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। হুঁ—

বিরিঞ্চি। বাবুর পা ছুঁয়ে বলুন ত মারেন নি লাথি?

অলোক। যা, ভাগ এখান থেকে।

বিরিঞ্চি। বাবু, সত্যি বলছি। আপনি এর বিহিত করুন। পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছি, তার জন্যে কি লাথিও খেতে হবে?

মজুমদার। ও ত বলছে মারে নি।

বিরিঞ্চি। আপনার ছেলে যে কত সাধু, তা ত জানেন বাবু।

অলোক। চুপ কর ব্যাটা।

বিরিঞ্চি। কেন? চাকর বলে কি মানুষ নই? লাথি খেয়েও আপনাকে পূজো করতে হবে?

মজুমদার। [ধমকে ওঠে] বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি। বিচার করলেন না বাবু। আপনার কাছে ছেলের কথাই সত্যি হল। আপনারা ভদ্রলোক কিনা, তাই যা বলেন সব সত্যি। আমরা ছোটলোক যা বলি সব মিথ্যে।

অলোক। লেকচার দিচ্ছে! ব্যাটা ছুঁচো।

বিরিঞ্চি। গাল দেবে না বলছি।

মজুমদার। যা, কাজ কর গে।

বিরিঞ্চি। এ বাড়ীতে আর কাজ করব না।

মজুমদার। করবি না?

বিরিঞ্চি। না। মাইনে দিয়ে যারা মাথা কিনতে চায় তাদের চাকরি বিরিঞ্চি আর করবে না।

[চলে যায়]

মজুমদার। সত্যিই কি ওকে লাথি মেরেছ অলোক?

অলোক। আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

মজুমদার। অবিশ্বাসের কথা নয়, তবে যদি—

[শশধর আসে।]

শশধর। যদি নয় দাদা, ওটা বাদ দাও।

অলোক। তার মানে তুমি দেখেছ?

শশধর। দেখতে হবে না, ও আমি জানি।

অলোক। কাকা, দয়া করে আমার পেছনে লাগতে এস না।

শশধর। তুমি ত অনেক দূর এগিয়েছ।

অলোক। সে তোমায় দেখতে হবে না। আমি--

মজুমদার। আঃ! চুপ কর।

শশধর। ভাল করে শোন দাদা। সাতজন লোক কাজ ছেড়ে চলে গেছে। চাকর-বাকরের গায়ে হাত তুললে কি আর থাকে?

অলোক। গায়ে হাত তুললে থাকে না, কিন্তু কি করলে থাকে জান?

শশধর। কি করলে?

অলোক। ওরা থাকে, ওদের গায়ে হাতের বদলে পা তুললে।

[চলে যায়]

মজুমদার। অলোক!

শশধর। ও আর ফিরবে না দাদা!

মজুমদার। কি বলছিস?

শশধর। ঠিকই বলছি। ওকে ফেরাতে গেলে তোমাকেও ফিরে যেতে হবে।

[চলে যায়]

মজুমদার। কিসের যেন ইঙ্গিত করে গেল। তবে কি—

[সহসা শেঠজী আসে।]

শেঠজী। স্যার!

মজুমদার। একি শেঠজী! এত রাত্রে!

শেঠজী। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে স্যার। বিলকুল সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

মজুমদার। কি হয়েছে?

শেঠজী। পুলিশ আমার গোডাউনের সব সিমেণ্ট ছিজ্ করেছে।

মজুমদার। সে কি!

শেঠজী। হ্যাঁ স্যার। আভি খবর পেলাম। হায় রামজী!

মজুমদার। দাঁড়ান, মিঃ দত্তকে—

শেঠজী। দারোগাবাবু কি করবে স্যার? উপর থেকে অর্ডার এসেছে।

মজুমদার। ওপর থেকে!

শেঠজী। হ্যাঁ স্যার। অনেক বেপার হয়ে গেছে। এখান থেকে কে যেন মেনেজিং ডিরেক্টারকে জানিয়েছে যে, আপনি আমার কাছ থেকে ঘুষ নেন, আর আমি সিমেণ্টে গঙ্গামাটি মিশাই।

মজুমদার। কে সে? কার এত সাহস?

শেঠজী। জানি না স্যার। কিন্তু মেনেজিং ডিরেক্টার সব শুনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে। সে আদমি সব খবর নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে।

মজুমদার। বলেন কি! আমি ত কিছুই জানি না।

শেঠজী। কি করে জানবেন স্যার? সব গোপনে গোপনে হয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে ডিরেক্টার পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ সাথে সাথে আমার গুদাম রেইড করেছে। হায় রামজী!

মজুমদার। না—না, এ হতে পারে না। শেঠজী, আপনি ভুল শুনেছেন।

শেঠজী। আমি ভুল খবর শুনি না স্যার। এ খবর ঝুটা নয় স্যার। এখন সব ফাঁস হয়ে গেছে। হায় রামজী!

মজুমদার। এ যে আমি ভাবতেও পারছি না।

শেঠজী। পুলিশ আমার নামে ওয়ারেণ্ট বের করেছে স্যার। তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমাকে বাঁচান স্যার।

মজুমদার। আমি বাঁচাব আপনাকে? বারবার আপনাকে বলেছিলাম খাঁটি মাল দিতে। কেন আপনি সিমেণ্টে গঙ্গামাটি মিশিয়েছেন? কোয়ার্টার ভেঙে পড়ার পরও আপনাকে সাবধান করেছি, শুনেছিলেন আমার কথা?

শেঠজী। কি বলছেন স্যার? রাজস্থানের মরুভূমি থেকে ছুটে এসেছি কি লোকসান দিতে? সিমেণ্টে গঙ্গামাটি না মেশালে আমার ত লস হয়ে যাবে। আর আমি গঙ্গামাটি দিলাম, কিন্তু আপনি কেন দেখে নিলেন না স্যার?

মজুমদার। আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

শেঠজী। বিশ্বাস করেছিলেন কি এমনি? হাজার হাজার রুপেয়া ঘুষ দিয়েছিলাম তাই। ঘুষ না দিলে আপনি চেক না করে ছাড়তেন? আপনিও টাকা খেয়ে চোখ বুজে ছিলেন, আমিও নাফা করতে গঙ্গামাটি ঢেলেছি। গলতি আমাদের দুজনের।

মজুমদার। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে।

শেঠজী। সাবাস মেঞ্জার সাব্, সাবাস্! এত্না রুপেয়া লেকে আভি বলতা—নিকালো। বহুৎ আচ্ছা। হাম নিকাল যাতা। মগর এক বাৎ মেঞ্জার সাব্—চোরি হাম একেলা নেহি কিয়া, ফটকমে হাম একেলা নেহি যায়েগা। আপকো ভি যানে হোগা, হাঁ জরুর যানে হোগা। সেলাম।

[চলে যায়। মিঃ মজুমদার অস্থিরভাবে পায়চারি করে। নেপাল আসে।]

নেপাল। এসব কি শুনছি স্যার ?

মজুমদার। কি শুনছেন ?

নেপাল। পুলিশ নাকি শেঠজীর সব সিমেণ্ট আটক করেছে ?

মজুমদার। করবেই ত। সিমেণ্টে গঙ্গামাটি মেশালে আটক করবে না ?

নেপাল। শেঠজীকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে—অ্যারেস্ট করবে।

মজুমদার। করাই উচিত।

নেপাল। আপনার কাছে এসেছিল ?

মজুমদার। এসেছিল,—তাড়িয়ে দিয়েছি।

নেপাল। বেশ করেছেন। ব্যাটা এক নম্বরের বেইমান ! আপনি এত বিশ্বাস করলেন, আর এমন কাণ্ড করলে। পাজীর পা-ঝাড়া। আচ্ছা স্যার, কাল নাকি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছে।

মজুমদার। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছে ! কই, আমি ত কোন খবর পাই নি ?

নেপাল। আপনাকে ত খবর দেবে না স্যার। চার্জ্জ ত আপনারই বিরুদ্ধে।

মজুমদার। [নার্ভাস] নেপালবাবু !

নেপাল। আর নেপালবাবু। আপনার কণ্ট্রাকটারই আপনার দফা-রফা করল।

মজুমদার। আপনারা আমার সহায় থাকবেন। বলবেন, যে এ চার্জ্জ মিথ্যে।

নেপাল। সে উপায় নেই স্যার। ভেতর থেকে সব তদন্ত হয়ে গেছে। সব রিপোর্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টারের হাতে।

মজুমদার। ওঃ! কি করি এখন?

নেপাল। করার কিছুই নেই স্যার। সব শেষ। ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে জানিয়েই ব্যাটা কেলেঙ্কারিটা বাধালো।

মজুমদার। কে জানিয়েছে? কে জানিয়েছে বলতে পারেন নেপালবাবু?

নেপাল। কেন পারব না স্যার—ও ত ঐ শেখরের কাজ।

মজুমদার। শেখর! সেই রাস্কেলটা—আমাকে আগে কেন বলেন নি?

নেপাল। আগে জানলে ত বলব? এইমাত্র শুনলুম। আর কালই ত সে জেল থেকে ফিরেছে—

মজুমদার। জেল থেকে ফিরেছে! কই কোথায় সেই বদমাস? যান, ডেকে নিয়ে আসুন তাকে। আমি তার ছাল ছাড়িয়ে নেবো। যান।

নেপাল। আমি যেতে পারবো না স্যার। যেতে হয় আপনিই যান। আমি চললুম?

মজুমদার। চললেন?

নেপাল। হ্যাঁ স্যার। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছে, নিশ্চয়ই আপনার বিলি-ব্যবস্থা করতে। এ অবস্থায় আপনার সঙ্গ খুব নিরাপদ নয়, চলি স্যার।

[নেপালবাবু চলে যায়। ~~মিঃ মজুমদার উদাসভাবে চেয়ে থাকে।~~ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। শেখর আসে।]

শেখর। ম্যানেজার সায়েব!

মজুমদার। কে?

[মিঃ মজুমদার ঘুরে দাঁড়ায়। দুজনে মুখোমুখি হয়। দুজনেরই চোখে আগুন জ্বলছে।]

মজুমদার। তুমিই আমার নামে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে রিপোর্ট করেছো? জবাব দাও।

শেখর। তার আগে আপনি জবাব দিন, কোন্ অপরাধে আমার বাবাকে চাকরি থেকে ডিসচার্জ্জ করেছেন?

মজুমদার। আমি কারো কাছে জবাব দিই না।

শেখর। জবাব আদায় করে নেব।

মজুমদার। কি! শাসাতে এসেছো! জান আমি কি করতে পারি?

শেখর। দিনকে রাত করতে পারেন।

মজুমদার। চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব।

শেখর। কি ভেবেছেন আপনি? আমরা কি মানুষ নই?

মজুমদার। না, তোমরা জানোয়ার।

[দেওয়ালে ঝোলানো হাণ্টার তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়]

শেখর। সাবধান ম্যানেজার সায়েব! আপনাকে আমি--

মজুমদার। সাট আপ স্কাউণ্ড্রেল—

[হাণ্টার চালায়। শেখরের হাতে লাগে। পড়ে যায়।]

শেখর। আঃ!

[অলোক আসে।]

অলোক। সেই বদমাসটা! মার ব্যাটাকে। শেষ করে দাও!

শেখর। দিন পেয়েছ, বলে নাও। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আবার দিন আসবে। সেদিন সব—

[উঠিতে চেষ্টা করিল]

মজুমদার। এখনো তেজ গেল না। শয়তান! [হাণ্টার মারিতেছিল]

[শশধর ছুটে আসে।]

শশধর। দাদা!

[মিঃ মজুমদারের হাত চেপে ধরে]

মজুমদার। ছেড়ে দাও।

শশধর। এ কি করছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে দাদা? এমন করে একটা মানুষকে কেউ মারে? ছি-ছি-ছি।

মজুমদার। জান, ও আমার কত বড় সর্ব্বনাশ করেছে?

শশধর। যাই করুক, তাবলে এমন করে মারবে?

শেখর। [এতক্ষণ বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এবার কথা বলে] উঃ!

শশধর। [শেখরের কাছে যায়] তোমারই নাম শেখর। ইস্, সারা গা যে ফুলে গেছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। ওঠো ভাই, ওঠো।

[শেখরকে ধরে তুলতে যায়। শেখর নিজেই উঠে দাঁড়ায়। ঠোঁট ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে।]

শেখর। সরে যান। আমাকে ছেড়ে দিন।

শশধর। তোমার শরীর টলছে, পা কাঁপছে, পড়ে যাবে।

শেখর। না, পড়ব না। এ গরীবের শরীর, এ শরীর অত সহজে পড়ে না।

মজুমদার। রামশরণ,—

[রামশরণ আসে।]

রাম। [সেলাম ঠুকে] হুঁজুর।

মজুমদার। নিকালো ইসকো।

বাম। চলিয়ে।

শেখর। না যাব না। সুরু যখন হয়েছে তখন শেষটাও দেখে যেতে চাই।

অলোক। ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।

মজুমদার। আর কোনদিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি।

শেখর। আমাকে দেখতে হবে না ম্যানেজার সায়েব। আমার পিঠটা দেখুন।

[পিঠ দেখাইল]

অলোক। শেখর!

শেখর। আমার রক্ত দেখুন।

[আঙুলে রক্ত নিয়ে দেখায়]

মজুমদার। না, দেখব না।

শেখর। দেখতে হবে ম্যানেজার সায়েব। এই শেখর আবার আসবে। তবে সে শেখর আপনার চাবুক খেতে আসবে না, অত্যাচার সইতে আসবে না। শেখর আসবে আপনাদের আভিজাত্যের সৌধ শিখরে ধ্বংসের শকর চালিয়ে মানুষ নিয়ে পুতুলখেলার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। সেদিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন। আপাততঃ বিদায়।

[শেখর চলে যায়। রামশরণ তাহাকে অনুসরণ করে। ইতি মধ্যে মজুমদার সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে জ্বলন্ত দেশলাই অদূরে ফেলে দেয়।]

শশধর। ইস, জ্বলন্ত কাঠিটা কোথায় ফেললে দাদা!

মজুমদার। তার মানে?

শশধব। অহঙ্কারেব আগুন ছড়িয়ে দিলে আবর্জ্জনার স্তূপে। সাবধান! ওই আগুনে নিজের ঘরই পুড়বে।

[চলে যায়]

মজুমদার। ইডিয়েট। ~~হাঁ, তুমি কিছু বলবে অলোক?~~

অলোক। পঞ্চাশটা টাকা—

মজুমদার। আবাব টাকা!

অলোক। খুব দরকার!

মজুমদাব। এই বয়সে এত টাকা দরকার কেন?

অলোক। কম বয়সেই বেশী টাকা লাগে।

মজুমদার। [চেঁচিয়ে ওঠে] অলোক।

অলোক। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। টাকা দাও, ~~চলে যাই।~~

মজুমদার। টাকা পাবে না।

অলোক। পাবো না?

মজুমদার। না।

অলোক। কেন পাবো না?

মজুমদার। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে?

অলোক। না। কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। টাকা দিতে হবে।

মজুমদার। দাবী?

অলোক। হ্যাঁ দাবী। আমাদের দাবী মানতে হবে। [হাত মুষ্টি বদ্ধ করে দাবী করে]

মজুমদার। কি এত সাহস!

অলোক। সিওর। হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড পঞ্চাশ টাকা না দিলে ব্যাকডোর দিয়ে ফাইফ হানড্রেট ম্যানেজ করে নেবো।

মজুমদার। সাট আপ বাস্কেল। [হাণ্টার মারে]

অলোক। আঃ—

[আর্ত্তনাদ কবে। হাণ্টাবেব আঘাত পেয়ে অলোক যেন বোবা হয়ে যায়। মিঃ মজুমদাব একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। অলোক কথা বলে না, মাথাব চুলগুলো টানতে টানতে বেবিয়ে যেতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে থাকা একটি আধপোড়া পোষ্টকার্ড তুলে ধবে।]

মজুমদার। কি ওঃ—

অলোক। দবকাবি পোষ্টকার্ডটা পুড়ে গেছে।

[অলোক নিঃশব্দে ভেতরে চলে যায়। মিঃ মজুমদাব হাণ্টার ফেলে দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে, দুহাতের মধ্যে মাথা গোঁজে। একটু পবে আবাব মাথা তোলে। শশধব আসে।]

শশধর। বিবিঞ্চি চলে গেছে দাদা!

মজুমদাব। যাবেই ত। সবাই যাবে, কেউ থাকবে না। থাকতে পারে না।

[মিঃ মজুমদাব শ্লথ গতিতে টেবিলেব দিকে এগিয়ে যায়।]

শশধর। কোথায় যাচ্ছো!

মজুমদার। যারা ছিল, যারা আছে, যারা থাকবে, তাদেব সাহায্য নিতে।

শশধর। তার মানে আবাব তুমি মদ খাবে। তুমি কি—

মজুমদার। সাট আপ্—সান্ত্বনা দিতে হবে না।

শশধর। সান্ত্বনা দেব না দাদা—বাধা দেব।

মজুমদার। হোয়াট। বাধা। বাধা দেবে তুমি। এত সাহস! কই এস, বাধা দাও

[টেবিলে রক্ষিত মদের বোতল লইল, শশধর বাধা দিতে এগিয়ে এল, মজুমদার তাহাকে লাথি মারিল, শশধর পড়িয়া গেল, সহসা ঘরের আলো নিভিয়া গেল—বাইরে ঝড় উঠল। বাতাসের শো শো শব্দ শোনা গেল। দুটো একটা মেঘের ডাকও শোনা গেল।]

মজুমদার। [চিৎকার করে বলে ওঠে] গেট আউট—গেট আউট—আই সে—

[সহসা কড়কড় শব্দে বাজ পড়ার শব্দ শোনা যায়।]

মজুমদার। ওকি।

শশধর। বিভীষণের বুকের মাটিতে রাবণের অহঙ্কারের বাজ পড়লো।

[অন্ধকারে ধীরে ধীরে চলে যায়। মিঃ মজুমদার মদ খায়। পরে বলে।]

মজুমদার। বিভীষণ—রাবণ—অহংকার—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সহসা থেমে যায়। সম্মুখে দেখা যায় শেখর। হাতে ছোরা।]

মজুমদার। কে ?

শেখর। [redacted]।

[মজুমদার চমকে যায়। হাত থেকে বোতল গ্লাস দুইই মেঝেতে পড়ে যায়। মিঃ মজুমদার উঠে দাঁড়ায়।]

মজুমদার। হাতে ওটা কি ?

শেখর। ~~রাবণের মৃত্যুবাণ~~।

[ছোরা তুলে দেখায়। বিদ্যুতের আলো পড়ে ছোরাটা চকচক করে।]

মজুমদার। একি! শেখর! তুমি? রামশরণ—রামশরণ—

শেখর। সাড়া দেবে না। গলা টিপে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছি।

[এগোয়। মিঃ মজুমদার পেছোয়। দুজনকে যেন চলমান ছায়ার মত মনে হয়।]

মজুমদার। শশধর!

[চিৎকার করিতে করিতে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলে শেখর পথ রোধ করে।]

শেখর। চুপ!

[মিঃ মজুমদার পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

মজুমদার। একটা কথা বলছিলাম শেখর, ছোরা ফেলে দাও—আপোষ মিমাংসা করে নেবো।

শেখর। আপোষ! মিমাংসা! শবদেহের সঙ্গে শকুনের আপোষ, মাছের সঙ্গে বেড়ালের মিমাংসা—

মজুমদার। তাহলে দয়া কর—দয়া—

শেখর। হাঃ হাঃ হাঃ—

[অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আস্তে আস্তে ছোরা তুলে এগোয়, পরে বলে।]

শেখর। এমনি করে ঠিক এমনি করে আমার বাবাও একদিন

আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়েছিলেন···কিন্তু কি দিয়েছিলেন—কি দিয়েছিলেন আমার বাবাকে?

মজুমদার। শেখর!

শেখর। যা আপনি কাউকে দেননি, আপনাকেও কেউ তা দেবে না। আমার বাবাকে আপনি যা দিয়েছিলেন আজ সুদ সমেত তা ফিরিয়ে দেব।

মজুমদার। [ভীষণ ভয় পায়] না—না শেখর, না—

শেখর। হ্যাঁ ম্যানেজার সায়েব! অনেক অত্যাচাব আপনার জমা হয়ে আছে। সব দেনা আজ শোধ করতে হবে। এমনি করে একে একে আপনাদের সবাইকেই দেনা শোধ করতে হবে। শোধ করতে হবে বক্ত দিয়ে—তাজা লাল টকটকে রক্ত দিয়ে।

[মিঃ মজুমদারকে মারতে ছোরা তোলে। হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে শশধর ছুটে আসে। ঠিক সময়ে শেখরের ছোরাশুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলে।]

শেখর। কে?

শশধর। শেখর,—তুমি!

শেখর। ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন।

শশধর। না—না, একাজ করো না শেখর। দাদা অন্যায় করেছে শোবার। তাবলে এতবড় শাস্তি তাকে দিও না।

[ইতিমধ্যে মিঃ মজুমদার শেখরের অলক্ষ্যে চলে যায়।]

শেখর। কোন কথা শুনব না।

[হাত ছাড়িয়ে নেয়]

শেখর। একি! কোথায় গেল? পালিয়ে গেল!

শশধর। ছোরা ফেলে দাও শেখব।

শেখর। চুপ করুন। আপনারই জন্য আজ এতবড় শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। ওঃ!

শশধর। দাদার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি শেখর।

শেখর। ক্ষমা নেই। রক্ত চাই—রক্ত চাই।

শশধর। ছি শেখর। তুমি শিক্ষিত, ভদ্র সন্তান—এ আচরণ তোমার যোগ্য নয়।

শেখর। কথায় আমি ভুলব না। আজ পারলাম না, কিন্তু আমি আবার আসব।

[বাইরের দরজার দিকে এগোয়। ইতিমধ্যে কখন মিঃ মজুমদার নিঃশব্দে এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে, ওরা টের পায় নি।]

মজুমদার। সে সুযোগ আর পাবে না শয়তান। তোমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

[রিভলবার তুলিল]

শেখর। }
শশধর। } একি!

[শেখর এক পা এক পা করে পেছু হটতে থাকে]

মজুমদার। খবরদার! আর এক পা পেছোবে না। যেখানে আছো, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

শশধর। দাদা!

[মিঃ মজুমদারের হাত ধরে]

মজুমদার। সরে যাও।

শশধর। এ কি করছো তুমি?

মজুমদার। ঠিকই করছি। পথের কুকুরকে কুকুরের মতই গুলি করে মারবো।

[গুলি ছোঁড়ে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অলোক ছুটে আসে। অলোক চেঁচাতে চেঁচাতে আসছিল, "বাবা এ ত—"। কথা শেষ হবার আগেই লক্ষভ্রষ্ট গুলি অলোকের বুকের বাঁদিকে ঢুকে যায়।]

অলোক। আঃ—

[আর্ত্তনাদ করে। ভেতরের দরজার কাছে আছড়ে পড়ে। রক্তে জামা ভেসে যায়। এই সময় আলোও জ্বলে ওঠে। ঝড় থেমে গিয়ে তখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে।]

শশধর। এ কি করলে দাদা?

[ছুটে এসে অলোকের মাথাটা কোলে তুলে নেয়।]

মজুমদার। অলোক!

[হাত থেকে রিভলবার পড়ে যায়। যন্ত্রচালিতের মত এক পা এক পা করে অলোকের কাছে এগিয়ে আসে। হাঁটু গেড়ে বসে।]

শশধর। কত রক্ত দাদা! কত রক্ত! [অলোকের মুখ দিয়ে 'গোঁ গোঁ' শব্দ বেরোয়] কি হোল বাবা? কি হোল? [অলোকের মাথাটা ঢলে পড়ে। মারা যায়] একি হলো! একি হলো! অলোক! অলোক! দাদা, কি দেখছো আর? সব যে শেষ হয়ে গেল।

[মিঃ মজুমদারের এবার যেন চৈতন্য হয়। অলোকের মুখের ওপর হাত বোলায়। প্রাণ আছে কিনা খোঁজে।]

মজুমদার। অলোক!

[মিঃ মজুমদার ডুকরে কেঁদে ওঠে।]

শেখর। ঘুমিয়ে গেছে—

মজুমদার। }
শশধর। } শেখর!

শেখর। তাই হয় ম্যানেজার সায়েব। বুর্জ্জোয়া অর্থনীতির শাণিত হাতিয়ার অপব্যবহারের ফলে নিজের মাথা নিজেই কাটে। একথা আমার কথা নয়। একথা ইতিহাসের। ইতিহাস বলে,—নদীর একপাড় যখন ভাঙ্গে অন্যপাড় তখন গড়ে আর অপচয়ের ক্লান্তিতে আপনারা যখন ঘুমিয়ে পড়েন—ওই নিপীড়িত গণদেবতা তখন—"ওরা জাগছে।"

[ছোরা ফেলে চলে যায়]

— যবনিকা —

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক

খোলো দ্বার—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রীবর্জ্জিত। যক্ষ্মারোগমুক্ত এক কিশোরের সামাজিক পুনর্ব্বাসন নিয়ে যে নির্ব্বোধ ঝড় উঠেছিল, তারই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী। মানবতার দুয়ারে যে কাতর আবেদন জানিয়ে একটি ফুটনোন্মুখ জীবন অকালে ঝরে গিয়েছিল। "খোলো দ্বার" তারই প্রতিধ্বনি। দাম ২·০০ টাকা।

ঘুণি—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। ছোট ভাইকে মানুষ করবার জন্যে বড় ভাইয়ের আত্মপ্রবঞ্চনা, বিবেকের মুহুর্মুহুঃ কশাঘাত, আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। তারপর? আশার গাছে যখন ডালে ডালে ফল ধরল,—ভাই যখন কৃতি হয়ে উঠলো, বড় ভাইয়ের চাপা আর্ত্তনাদ সেদিন আর বাধা মানল না। রামলক্ষ্মণের মাঝখানে এল দুস্তর ব্যবধান। কোথায় হারিয়ে গেল হতভাগ্য রাম। মূল্য ২·০০ টাকা।

অর্ঘ্য—অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্বজন পরিজনের অবহেলিত, পিতৃপরিত্যক্ত আদর্শবাদী যাত্রাভিনেতার স্বল্পপরিশর জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী। মানুষকে সে মানুষ বলেই জেনেছিল, অভিনয়কে সে মহৎ শিল্প বলেই বরণ করেছিল। কোন বাধা সে মানে নাই, যাত্রালক্ষ্মীর পায়ে সে রক্তের ডালি সাজিয়ে দিয়ে বলে গেল,—"আমি আজ পূর্ণ। ২·০০

বাঘনখ—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। এ আফজল খাঁর মৃত্যুবান শিবাজীর বাঘনখ নয়, বাঙ্গালীর ঘরের এক বিষকুম্ভ। রহস্য-ঘন এই নাটকের পাতায় পাতায় রুদ্ধশ্বাস আবেগ! দাম ২·০০ টাকা।

জল্লাদ—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। চালের কারবারী গণেশ সা, এক হাতে মালা জপে, অন্য হাতে মাথা কাটে। এ হেন মানুষের জীবন্ত কাহিনী। পড়তে পড়তে শিউরে উঠবেন, অভিনয় করলে আঁতকে উঠবেন। দাম ২·০০ টাকা।

অপরাধ—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। মূল্য ২·০০ টাকা।

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক

ওভার টাইম—ব্রজেন দে'র অপরূপ স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক। চীন যখন ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর থেকে কারখানায় কারখানায় ওভার-টাইমের হিড়িক লেগে গেল। ঘরে ঘরে হাসি ফুটল। কর্ম্মচারীদের সিন্দুক ভরে উঠল। ওভার-টাইমের দৌলতে লক্ষ্মী ঘরে এল, কিন্তু সরস্বতী বিদায় নিলে। ঘরের ছেলেরা অযত্নে ছন্নছাড়া হয়ে গেল। যেদিন হুঁশ হল, সেদিন দেখা গেল, হারাধনের দশটি পুৎ, পাঁচটি দানা, পাঁচটি ভূত। এমনি এক হারাধনের শোচনীয় জীবন-নাট্য ওভার-টাইম। দাম ২.০০ টাকা।

নবীন মাষ্টার—ব্রজেন দে'র অনবদ্য স্ত্রী-ভূমিকাহীন নাটক। গরীব মাষ্টারদের বুকের পাঁজর দিয়ে কত স্কুল গড়ে ওঠে। তারপর উড়ে এসে জুড়ে বসে ভাগ্যবিধাতার দল। তারা মনে করে স্কুল তাদেরই পৈত্রিক সম্পত্তি। গরীব শান্তিপ্রিয় শিক্ষককূল ভাগ্যবিধাতাদের নির্য্যাতনে চোখের জলে বুক ভাসায় আর ভাবে, "এই কি লভিনু লাভ অনাহারে অনিদ্রায়।" বিচার যেখানে নেই, টাকা যেখানে যোগ্যতার মাপকাঠি, সে দেশের নবীন মাষ্টারের দল এমনি ভাবেই অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। এমনি একজনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী নবীন মাষ্টার। ২.০০।

তিন তরঙ্গ—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত। দুটি সেট। অস্থির সমাজ জীবনের মধ্যে জন্ম নেওয়া তিনটি যুবক সুবিধাবাদী রাজনীতিকের সম্মোহনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সব কিছু ভেঙেচুরে অশিবের প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত কেমন করে শুভবোধেরই জয় হল, তারই চমকপ্রদ কাহিনী। দাম ২.০০ টাকা।

অন্ধকারা—ডাঃ অরুণ কুমার দে প্রণীত। স্ত্রী-বর্জ্জিত। সভ্যতার চোখ অন্ধ করা আলোর পেছনে যে পাপ-জগৎ তার জমাট অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই নগ্নরূপ। নিস্পাপ শিশুদের জীবন নিয়ে যারা জুয়া খেলে, তাদের বিচিত্র জীবন আশ্চর্য্য দক্ষতায় রূপায়িত। ২.০০